বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৩, জুন ২০১৬

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

এ সংখ্যায়

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর পূর্তি
১ম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্প
জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ
বি পি'র আত্ম কথা
শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ
তথ্য- প্রযুক্তি
স্বদেশ বিবৃতি
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ
স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

Years of Cubbing 1916-2016 Bangladesh Scouts

DESCO

POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৩
জুন-২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ

যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫
ই-মেইল: bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

এ মাসটি *অগ্রদূত* পত্রিকার জন্য এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ স্কাউট যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে এ মাসে *অগ্রদূত* পত্রিকার ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। এজন্য এই মাস উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল।

১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত *অগ্রদূত* প্রকাশনার নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রা আজ স্কাউট অঙ্গন তথা দেশের প্রকাশনা জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত। যা বাংলাদেশ স্কাউটসকে সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে অভিন্ন অবদান রেখেছে। এই মহতী প্রচেষ্টার পিছনে সুদীর্ঘকাল ধরে *অগ্রদূত* প্রকাশনার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ, নিবেদিত প্রাণ স্কাউট-স্কাউটার ও স্কাউট প্রীতি ব্যক্তিত্বদের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্রে স্মরণযোগ্য। এর সবকিছুর মূলে অগ্রদূত পাঠক-পাঠিকা, সংবাদদাতা, শুভ্যানুধায়ী, পৃষ্ঠপোষক ও বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল সময় একটি কল্যাণীয় আকাঙ্খা কাজ করেছে।

সকলের প্রত্যাশা *অগ্রদূত*-এর মানোন্নয়ন ও পাঠক চাহিদা সম্পন্ন রুচিশীল রচনা ও শৈল্পিক উপস্থাপনা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষে আমাদের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা অর্ধশতাধিক বছরের এই *অগ্রদূত*-এর যাত্রা শত বছর পূর্তির আগেই এর রূপরঙ-আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে আরো উজ্জলতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিগুলো *অগ্রদূত* ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন, উদ্বোধন ও কেক কাটা অনুষ্ঠানের।

অষ্টম জাতীয় ক্যাম্পুরী
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা...

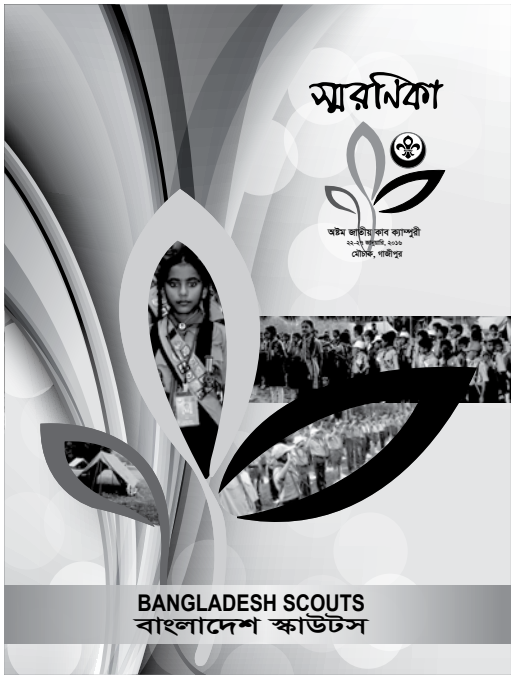

সূচীপত্র

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন	০৩
'রাষ্ট্রেরই উচিত স্কাউট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা' -তথ্যমন্ত্রী	০৪
১ম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্প	০৫
মৌচাকে জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত	০৭
জাতীয় প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ	০৯
স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় রিভিউ ওয়ার্কশপ	১০
শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ	১১
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১২
চিত্র-বিচিত্র	১৪
স্বদেশ-বিবৃতি	১৫
জানা-অজানা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভারত ভ্রমণ: ভিসা আবেদন পদ্ধতি	২৫
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৬
তথ্য-প্রযুক্তি	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
স্বাস্থ্য-কথা	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

প্রোগ্রাম বুলেটিন
বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে...

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানের ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন

অগ্রদূত লেখক, পাঠক, সংবাদদাতা ও শুভ্যানুধায়ীদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৩ জুন ২০১৬ তারিখে জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে উদযাপিত হয় বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র *অগ্রদূত* পত্রিকার প্রকাশনার ৬০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজ গ্রহণ করে জাতীয় সদর দফতর ও শামস হল। ৬০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব হাসানুল হক ইনু, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) ও চেয়ারম্যান (সচিব) ভূমি সংস্কার বোর্ড জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান। তিনি ৬০ বছর উদযাপন কমিটির আহবায়ক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রকাশক, *অগ্রদূত*, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ হুমায়ূন খালিদ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আলী ইমাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জনাব মোঃ তৌফিক আলী এলটি, সম্পাদক, *অগ্রদূত*। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে *অগ্রদূত* জেলা সংবাদদাতা এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী একজন প্রাক্তন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হাবিবুল্লাহ ও বর্তমান সম্পাদক মোঃ তৌফিক আলীকে স্মারক শুভেচ্ছা ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

অগ্রদূত প্রকাশনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রকাশিত হয় একটি বিশেষ সংখ্যা। দিনভর প্রদর্শন করা হয় অগ্রদূতের ৬০ বছরের প্রকাশনাসমূহ। অনেক প্রবীণ পাঠক ও লেখক হারিয়ে যান অতীত স্মৃতি পাতায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি এবং অতিথিবৃন্দ যুগপৎ মোড়ক উম্মোচিত করেন বিশেষ সংখ্যার। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের পরিবেশনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির ফলে ১৯৪৮ সালের ২২ মে প্রবীণ স্কাউট লিডার সলিমুল্লাহ ফাহমীর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতে দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে হোমনা লোকাল স্কাউট সম্পাদক স্কাউটার এম ওয়াজেদ আলীর সম্পাদনায় 'দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন' এর মুখপত্র 'দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট' প্রকাশনা আরম্ভ হয়। জন্মলগ্ন থেকে 'দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট' বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় প্রকাশ হত। ১৯৫৬ সালে 'দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট' এর নাম পরিবর্তন করে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে *অগ্রদূত* নামকরণ করে প্রকাশ হতে থাকে। যা আজ দেশের অন্যতম প্রাচীন মাসিক পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্কাউটিং এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট সাফল্য। প্রথম প্রকাশিত *অগ্রদূত* এর আকার ছিল ৮ ইঞ্চি বাই সাড়ে ৫ ইঞ্চি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৪। গত ৬০ বছরে *অগ্রদূত*-এর পথ চলায় অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যায় পরিবর্তন, লোগোর পরিবর্তন, মূল্যের পরিবর্তন, অঙ্গসজ্জা, লেখার মান আরো কত কি। প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৭০০ সংখ্যা *অগ্রদূত* যা প্রকাশনা জগতের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। স্কাউট, রোভার স্কাউট লেখক, কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ তাদের লেখা দিয়ে *অগ্রদূত*-এর ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের উপর অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছে। স্কাউটদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের অনেকে তাদের স্মৃতিকথা *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করেছেন। *অগ্রদূত*-এর সাথে রয়েছে অনেকের অনেক মধুর স্মৃতি। স্কাউট কার্যক্রমকে ধরে রাখার জন্য অনেক কর্মকর্তা এসেছেন আবার তারা অন্যত্র চলেও গেছেন। কিন্তু *অগ্রদূত* থেমে থাকেনি বরং *অগ্রদূত* তার যাত্রা পথে অর্ধশতাব্দির অধিক সময় পথ পরিভ্রমণ করে এসেছে। এ এক বিরাট সাফল্য। ২০০৭ সালে প্রথম বারের মত *অগ্রদূত*-এর ৫০ বছর পূর্তিতে মৌচাকে অনুষ্ঠিত হয় লেখক সমাবেশ। স্কাউটিং সম্প্রসারণে সর্বমহলে *অগ্রদূত* একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। লেখক-পাঠক অগ্রদূত সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এ পত্রিকাটি শত বছর পূর্ণ করবে এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

১৯৫৭ থেকে অগ্রদূত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যাঁরা: জনাব আজিজুল হক (১৯৫৭-১৯৬০), কে.বি.এম.এ রশীদ (১৯৬০-১৯৬২), সৈয়দ মাহমুদ (১৯৬২-১৯৭২), এম. ওয়াজেদ আলী (১৯৭২-১৯৭৫), এ.বি.এম আজিজুর রহমান (১৯৭৫-১৯৭৬), আবদুল ওয়াহাব (১৯৭৬-১৯৭৮), আরেফিন বাদল (১৯৭৮-১৯৮৩), এম.এ.ওয়াহাব (১৯৮৩-১৯৮৪), বদিউর রহমান (১৯৮৮-১৯৮৯), সাইফুল ইসলাম খান (১৯৯২-২০০৩) প্রধান সম্পাদক, খন্দকার মাহফুজুল হক (২০০৩-২০০৪) প্রধান সম্পাদক, জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ (২০০৩-২০১১), মোঃ তৌফিক আলী (২০১১-বর্তমানে চলমান)।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

“রাষ্ট্রেরই উচিত স্কাউট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা”
-তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু বলেছেন ‘শক্তিশালী গণতন্ত্র তৈরীতে স্কাউট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই রাষ্ট্রেরই স্কাউট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত’। ৩ জুন, ২০১৬ শামস হল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র ‘*অগ্রদূত*’ এর প্রকাশনার ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র ‘*অগ্রদূত*’ প্রকাশনার ৬০ বছর উপলক্ষে একটি স্মারক সংখ্যা উন্মোচন করা হয়। এ উপলক্ষে বিগত ৬০ বছরে প্রকাশিত *অগ্রদূত* এর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৬০ বছর প্রকাশনা পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মন্ত্রী বলেন ‘স্কাউট একজন মানুষের মধ্যে নীতি, দৃঢ়তা ও সচেতনতা তৈরী করে, যা দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরীতে ভূমিকা রাখে’। তিনি নিজে স্কাউট আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার ইতিহাস তুলে ধরে বলেন ‘একসময় আমি নিজেও স্কাউটের সাথে জড়িত ছিলাম। ব্যস্ততার কারণে সে যাত্রা খুব একটা দীর্ঘ হয়নি। তবে স্কাউট আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণা আমার রয়েছে। তাই আমি মনে করি এ আন্দোলন আরো জোরদার করা দরকার। স্কাউটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মাতৃকোল থেকে মানুষ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সে সংগ্রাম থেকে দূরে থাকলেই অমানুষে পরিণত হতে হয়। তাই নিজেকে দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গণতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। সব কর্মই সম্মানের এই শিক্ষা স্কাউট আন্দোলন দিয়ে থাকে, উৎকর্ষতা সাধনে সাহায্য করে। তিনি স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েলসহ ১৯৪৮ সালে এই বঙ্গে স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণে মরহুম সলিমুল্লাহ ফাহমী এবং স্কাউট আন্দোলন প্রসারে যারা কাজ করছেন তাঁদের স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন ‘ইতিহাসের অলিগলিতে আমরা যখন ঘুরি অনেক উপভোগ্য বিষয় পাই’। আজ থেকে ৬০ বছর পূর্বে যারা *অগ্রদূত* প্রকাশনা শুরু করেছিলেন তাদের তিনি স্মরণ করেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে হোমনা লোকাল স্কাউট সম্পাদক স্কাউটার এম ওয়াজেদ আলীর সম্পাদনায় ‘দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন’ এর মুখপত্র ‘দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট’ প্রকাশনা আরম্ভ হয়। জন্মলগ্ন থেকে ‘দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট’ বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষায় প্রকাশ হত। ১৯৫৬ সালে সালে ‘দি ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট’ এর নাম পরিবর্তন করে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ‘*অগ্রদূত*’ নামকরণ করে প্রকাশ হতে থাকে। *অগ্রদূত*-এর এই ইতিহাস আজ আমরা জানতে পারলাম। *অগ্রদূত* তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির আহবায়ক বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) ও চেয়ারম্যান (সচিব) ভূমি সংস্কার বোর্ড জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস ও প্রকাশক, *অগ্রদূত*, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ হুমায়ূন খালিদ, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আলী ইমাম, জনাব মোঃ তৌফিক আলী, সম্পাদক, *অগ্রদূত*। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। *অগ্রদূত* প্রকাশনায় নিরলস অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা এবং সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্টদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

এ সম্মাননা যাঁরা লাভ করেন তারা হচ্ছেন, জনাব সাইফুল ইসলাম খান, প্রাক্তন সম্পাদক, *অগ্রদূত*; ড. জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ, প্রাক্তন সম্পাদক, *অগ্রদূত*; জনাব মোঃ তৌফিক আলী, সম্পাদক, *অগ্রদূত*; জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক, *অগ্রদূত*।

অগ্রদূত প্রকাশনায় অব্যাহতভাবে সহায়তার জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয় যথাক্রমে জনাব ফরহাদ হোসেন, সহ সম্পাদক, *অগ্রদূত*; জনাব আওলাদ মারুফ, সহ সম্পাদক, *অগ্রদূত*।

জেলা পর্যায় থেকে যাঁরা নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করে অগ্রদূতকে সহায়তা করছেন তাঁদের মধ্যে জনাব কবির আহাম্মদ, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, লক্ষীপুর জেলা, খন্দকার খায়রুল আনম, সহকারী লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল, জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন, জেলা স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফেনী,জেলা, জনাব মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট, অগ্রদূত জেলা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ, রোভার মোঃ আরমান হোসেন, নওগাঁ জেলা রোভার , রোভার সিজুল ইসলাম, বগুড়া জেলা রোভার, রোভার মোঃ শরিফুল ইসলাম, পাবনা জেলা রোভার, রোভার জাহিদ হাসান, যশোর জেলা রোভারকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

১ম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্প

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্প গত ২-৪ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ২২২ জন প্রশিক্ষিত রোভার স্কাউট ও ৫০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩০০ জন অংশগ্রহণ করে।

ক্যাম্প চীফের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস। ডেপুটি ক্যাম্প চীফের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস। ক্যাম্প সচিবের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস। এছাড়াও সচিবালয় সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন জনাব এ.এইচ.এম মুহসিনুল ইসলাম, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ৩ জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহমেদ; বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমেদ খান পিএসসি; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফেরদৌস এনডিসি, পিএসসি; জাইকার প্রতিনিধি ও ইউএনডিপির সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ কামাল। জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং ক্যাম্পের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

অংশগ্রহণকারী রোভারদের প্রথমে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপকে আবার তিনটি করে ট্রুপে ভাগ করা হয়। একজন দক্ষ লিডারের নেতৃত্বে প্রতিটি গ্রুপ ও ট্রুপ পরিচালিত হয়। তিনটি গ্রুপের নামকরণ করা হয় যথাক্রমে ভূমিকম্প, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় নামে। ট্রুপ এর নামকরণ করা হয় গ্রুপের সংশ্লিষ্ঠ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত রেখে। ঘূর্ণিঝড় গ্রুপের ট্রুপ গুলো হচ্ছে সিডর, মহাসেন ও রোয়ানু। বন্যা গ্রুপের ট্রুপ গুলো হচ্ছে বন্যা-১৯৮৮, বন্যা-১৯৯৮ ও বন্যা-২০০৭। ভূমিকম্প গ্রুপের ট্রুপ গুলো হচ্ছে বেঙ্গল ভূমিকম্প, গ্রেট ইন্ডিয়া ভূমিকম্প ও শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প। এছাড়া ক্যাম্পকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন ছাপানো হয়।

ফেস্টুনের শ্লোগানগুলো ছিল-

১) "দুর্যোগে পাবো না ভয়, দুর্যোগকে আমরা করবো জয়"
২) "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি গ্রহণ করি, ভয়কে জয় করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি"
৩) "বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য জানি, দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনি"
৪) "যথাযথ সচেতনতা ও প্রস্তুতি ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারে"
৫) "প্রস্তুতি আর সচেতনতা, নিশ্চিত করবে নিরাপত্তা, শুধু শিক্ষা নয়, অনুশীলনেই আসবে সফলতা"
৬) "জ্ঞানই জীবন" (Knowledge for life)

ক্যাম্পের উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন দুর্যোগের হুমকির সম্মুখীন। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্পে বিপুল প্রাণহানী ও বাংলাদেশে স্বল্প মাত্রার পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা তৈরী করেছে। এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা, যাতে যে কোন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালে ও দুর্যোগত্তোর জরুরী সাড়া, প্রতিরোধ ও প্রশমনে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি নিবিড়ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধির জন্য রোভার স্কাউট ও এডাল্ট লিডারদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ইউএনডিপি এর আর্থিক সহায়তায় প্রথম পর্যায়ে দেশের সকল উপকূলীয় জেলা ও মেট্রোপলিটন শহরে ৪০ জন রোভার স্কাউট ও লিডারদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রটেকটিভ গিয়ার ও উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য হালকা সরঞ্জামসহ কমপক্ষে একটি করে ডিজাস্টার রেসপন্সটিম গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৭টি Disaster Response Team গঠন করা হয়েছে। এই ৪৭টি টিম যে কোন দুর্যোগে প্রথম সাড়া দিয়ে জান মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম।

ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের সদস্যগণ দুর্যোগ পূর্ব জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল, দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজের ব্যবহারিক বিষয়ে আরও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ও অধিক দক্ষতার সাথে তাৎক্ষণিক রেসপন্স করার সক্ষমতা অর্জন করাই প্রথম জাতীয় ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্পের উদ্দেশ্য।

ডিজাস্টার রেসপন্স স্কাউট ক্যাম্প প্রোগ্রাম

ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ডিজাস্টার রেসপন্স টিমের সদস্যগণ প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে, সে জন্য ক্যাম্পের সামগ্রিক কর্মসূচিকে বৈচিত্রপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক করে প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্যাম্পের প্রোগ্রামকে তিন ধরণের কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে- (ক) জ্ঞানার্জন (খ) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও (গ) দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে এই তিনটি বিষয়াবলীর মাধ্যমে একজন রোভার স্কাউট দুর্যোগ পূর্ব জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল, দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজের ব্যবহারিক বিষয়ে নিজ দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে ও অধিক দক্ষতার সাথে তাৎক্ষণিক রেসপন্স করতে সক্ষম হবে।

প্রোগ্রাম কার্যাবলী

১ম দিনের কার্যাবলী: প্রথম দিনের কার্যাবলীর প্রথমেই ছিল রোভার স্কাউটদের গ্রুপ বন্টন এং ইকুপমেন্ট বন্টন ও ট্রুপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ধারনা প্রদান। পর্যায়ক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পরিভাষা, রেসপন্স টিমের সদস্য হিসেবে ভূমিকম্পের পূর্ব প্রস্তুতি, ভূমিকম্প চলাকালীন ও পরবর্তিতে করণীয়, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামের ব্যবহার, International Drivers and Standards COC, SPHERE, HAP, CHS (flim show) ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হয়।

২য় দিনের কার্যাবলী: দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় বিপি'র পিটির মাধ্যমে। পরবর্তিতে প্রাথমিক প্রতিবিধান ও রোগী বহন পদ্ধতি, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগে সাড়া দান , অনুসন্ধান ও উদ্ধার কৌশল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো, আগুনের তত্ত্বীয় বিষয়, আগুন নেভানোর যন্ত্র এবং উপকরণের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হয়।

৩য় দিনের কার্যাবলী: তৃতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় যথ ারীতি বিপি'র পিটির মাধ্যমে। পরবর্তিতে সাইক্লোন পূর্ব সতর্কতা ও প্রস্তুতি, পানি থেকে উদ্ধার, সাইক্লোন মোকাবেলার মহড়া ও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজের মহড়া দেয়া হয় সরাসরিভাবে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়া Needs Assessment & Local leave contingency plan in group বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হয়।

স্কাউট কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইউএনডিপির কনসালটেন্ট জনাব মলয় কুমার চাকী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তরের কনসালটেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ খান এবং সিপিপি'র পরিচালক জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব প্রমুখ উল্লিখিত সেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ। ক্যাম্প বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ মহসিন,যুগ্ম সচিব এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সনদ বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যাম্পের সমাপনী ঘোষণা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের পূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান আগুন নেভানো ও আগুন থেকে উদ্ধার বিষয়ক মহড়া প্রত্যক্ষ করেন।

■ প্রতিবেদক: মোঃ আবু মোতালেব খান
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

মৌচাকে জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ২৯-৩১ মে, ২০১৬ স্কাউটসের ঊনবিংশ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চল থেকে মনোনীত ১৪৮ জন স্কাউট নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সহায়তা করেন ১৪ জনের একটি শক্তিশালী ওয়ার্কশপ স্টাফ। বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস সার্বিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশ স্কাউটসের ১০টি স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যথা- পটিয়া, রূপাতলী, নওদাপাড়া, পুলেরহাট, দশমাইল, দেবীগঞ্জ, মুক্তাগাছা, গোলাপগঞ্জ, বাহাদুরপুর ও লালমাই নামে দশটি গ্রুপে বিভক্ত করে ওয়ার্কশপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২৯ মে, ২০১৬ সকাল ১০:০০টায় রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে ওয়ার্কশপের কার্যক্রম শুরু হয় এবং দিনভর অনুমোদিত কর্মসূচি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ঊনবিংশ জাতীয় মালটিপারপাস ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্কশপ পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) এবং জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রধান অতিথি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতীয় সদর দফতরের বিভিন্ন বিভাগসমূহের কার্যক্রমের উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্কাউটিং এর গুনগতমান বজায় রেখে সংখ্যা বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। সকলের সহায়তায় ও অভিজ্ঞ স্কাউটারদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।এছাড়াও তিনি প্রকৃত স্কাউটারগণের যথাযথ মূল্যায়ন ও দেশে বিদেশে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়টি আলোকপাত করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীগণকে যুগোপযোগী সুপারিশ প্রনয়নের অনুরোধ জানিয়ে ঊনবিংশ জাতীয় মালটিপারপাস ওয়ার্কশপের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস-এর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান। বিশেষ অতিথি জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) প্রফেসর মোঃ সায়েদুর রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতঃপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোঃ মহসিন আঞ্চলিক মালটিপারপাস ওয়ার্কশপ, ট্রেনার্স কনফারেন্স, স্কাউটিং এর গুণগত মানোন্নয়নে ট্রেনারদের ভূমিকাসহ মাঠ পর্যায়ের ও জাতীয় সদর দফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রস্তাবনায় একটি প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি প্রধান জাতীয় কমিশনার

ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি প্রধান অতিথিকে মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে তাঁর মূল্যবান সময় প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওয়ার্কশপে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের বিগত বছরের সুপারিশমালা ও ২০১৫-১৬ সালে স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের জনাব উনুচিং মারমা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনাব মোঃ ইদ্রিস মিয়া, দিনাজপুর অঞ্চলের জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, নৌ অঞ্চলের জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, বরিশাল অঞ্চলের জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহমেদ, খুলনা অঞ্চলের জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, রাজশাহী অঞ্চলের জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম, কুমিল্লা অঞ্চলের জনাব হাফেজ আহম্মেদ, রোভার অঞ্চলের জনাব কে এম সাইদুজ্জামান, রেলওয়ে অঞ্চলের জনাব শিরিন মাহমুদ রেখা, এয়ার অঞ্চলের জনাব কামরুন্নাহার তানিয়া এবং ঢাকা অঞ্চলের জনাব মোঃ আবদুল্লা-আল-মামুন উপস্থাপন করেন।

ওয়ার্কশপে বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতীয় সদর দফতরের ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়। ৩১ মে, ২০১৬ সকাল ১০:০০টায় সমাপনি অনুষ্ঠান। সমাপনি অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)। জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব হাবিবুল আলম বীর প্রতিক। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণরে গুণগত মান বজায় রাখা এবং যুব বয়সীদের যুগের চাহিদার আলোকে প্রোগ্রাম প্রণয়নের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান। পাড়ায় পাড়ায় অধিক সংখ্যক মুক্ত দল গঠনের জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। জনাব আলম স্কাউটদের লেখাপড়ার প্রতিও যত্নবান হওয়ার তাগিদ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে সিকদার রুহুল আমিন, এলটি এবং শিরিন মাহমুদ রেখা, এলটি ওয়ার্কশপে তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত করেন। অতঃপর জনাব আ. সাত্তার, এলটি অংশগ্রহণকারীগণের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা ও ওয়ার্কশপ ঘোষণা পাঠ করেনে–

ওয়ার্কশপ সুপারিশমালা

০১. স্কাউটিংয়ের সকল কার্যক্রম (যেমন: প্রশিক্ষণ, ক্যাম্প, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি) কার্যক্রম-এ অংশগ্রহণের জন্য স্কাউটারগণকে যে পত্রের আলোকে ডেপুটেশন দেওয়া সেটি আরও আধুনিকীকরণ করা।

০২. অনলাইনে স্কাউটিং বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বিষয়ক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

০৩. সকল নেতৃবৃন্দ (উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে) স্ব-উদ্যোগে বছরে কমপক্ষে পাঁচটি করে ইউনিট পরিদর্শন করাসহ প্যাক / ট্রুপ / ক্রু মিটিং এ সহায়তা দানের জন্য নির্দেশনা প্রদান।

০৪. শাপলা / পিএস / পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি রহিতকরণ ও সব অঞ্চলে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ণ করা।

০৫. সকল স্কাউট কার্যক্রমে ৩০% গার্ল-ইন-স্কাউট সদস্যদের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

০৬. বিদেশে ভ্রমনের ক্ষেত্রে স্কাউট ও স্কাউটারদের নিয়মিত অবদান বিবেচনা করা এবং অনিয়মিত (অ্যামেচার) স্কাউটদের বিদেশে স্কাউট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ বন্ধ করা।

০৭. সহকারি পরিচালক এর ড্রপ-আউট বন্ধের জন্য নুতন সহকারি পরিচালক নিয়োগে স্কাউটিং-এর যোগ্যতা সম্পন্নদের (যেমনঃ পিআরএস, পিএস, উডব্যাজার ও অ্যাডভান্সড/বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী) অগ্রাধিকার প্রদান।

০৮. পর্যাপ্ত পরিমানের স্কাউটস সামগ্রি প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় এজেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

মৌচাক ঘোষণা

এই ওয়ার্কশপ ঘোষণা করছে যে, "ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০২১-এর লক্ষমাত্রা অর্জনে ২০১৭ সালে গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে স্কাউট সদস্য সংখ্যা ১৬.৯০ লক্ষ্যে উন্নীত করতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখবে"।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য জনাব হাবিবুল আলম বীর প্রতীককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান তাঁর বক্তব্যে জনাব হাবিবুল আলম বীর প্রতীকের বর্ণাঢ্য স্কাউট জীবনে গুরুত্বপূর্ন অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন জাতীয় কমিশনার ও জাতীয় উপ কমিশনারগণকে বিভিন্নভাবে জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে সহায়তা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ প্রতিবেদক: মোঃ শামীমুল ইসলাম
উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ

ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি অনুযায়ী প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অন্তর প্রোগ্রাম রিভিউ করার নির্দেশনা রয়েছে। সে আলোকে গত ২৬-২৮ মে ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৩ দিনব্যাপী জাতীয় প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রফেসর ড. নিজামউদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, প্রোগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। প্রধান জাতীয় কমিশনার ওয়ার্কশপ উদ্বোধনকালে বলেন যে স্কাউট, রোভার, ইয়াং লিডার ও বয়স্ক নেতার সমন্বয় করে যেভাবে ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারী বাছাই করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই রিভিউ ওয়ার্কশপ থেকে শিশু, কিশোর ও যুবদের চাহিদানুযায়ী আর্কষণীয় প্রোগ্রাম প্রস্তাবনা আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপে শাপলা কাব, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট, রোভার স্কাউট, ইয়াং লিডার, উডব্যাজার, এএলটি, এলটি, আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, টাস্কফোর্সের সদস্যসহ মোট ১৩৫ জন অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপের প্রারম্ভেই অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ততা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মোট তিনটি গ্রুপে (কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট) ভাগ করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি শাখার স্তর বা ব্যাজ অনুযায়ী সুপারিশ প্রস্তুত করার জন্য প্রতিটি গ্রুপকে তিনটি সাব গ্রুপে ভাগ করা হয়। শাখাভিত্তিক তিনটি ভিন্ন স্থানে এই সুপারিশ প্রস্তুতের কাজ চলে। কাব স্কাউট শাখার দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) এবং জনাব জিয়াউল হুদা হিমেল, আহবায়ক, কাব স্কাউট বিষয়ক টাস্কফোর্স। স্কাউট শাখার দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) এবং জনাব মোঃ আবু হান্নান, আহবায়ক, স্কাউট বিষয়ক টাস্কফোর্স এবং রোভার স্কাউট শাখার দায়িত্বে ছিলেন খান মোঃ পীর ই আজম আকমল, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল, আহবায়ক, রোভার স্কাউট বিষয়ক টাস্কফোর্স। প্রতিটি সাব গ্রুপের সুপারিশমালা স্ব স্ব গ্রুপে উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিটি গ্রুপের প্রণীত সুপারিশ সম্মিলিতভাবে ওয়ার্কশপের চূড়ান্ত সুপারিশ করার জন্য উপস্থাপন করা হয় যা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপের ২য় দিন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জনাব মুহ. তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণকারীদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং গ্রুপ ওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলেন অতি শীঘ্র কাব, স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম রিভিউ করা ও সহজীকরণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ এই ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করে গ্রুপওয়ার্কে মতামত প্রদান করেন।

বর্তমানে যে সকল প্রোগ্রাম কাব, স্কাউট ও রোভার বয়সী ছেলেমেয়েদের পাঁচটি দিকের (বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরীক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক) মধ্যে শুধুমাত্র একটি দিকের উন্নয়ন সাধন করে তা বাদ দিয়ে নতুন প্রোগ্রাম অর্ন্তভুক্ত করা, যে সকল প্রোগ্রাম শাখা ভিত্তিক ও সময়ের সাথে অসামঞ্জস্য তা বাদ দিয়ে নতুন রোমাঞ্চকর প্রোগ্রাম অর্ন্তভুক্ত করা এবং পারদর্শীতা ব্যাজের সিলেবাস সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছে। ওয়ার্কশপের প্রাপ্ত সুপারিশমালা মাঠ পর্যায়ের মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্ত করা হবে। গত ২৮ মে ২০১৬ জাতীয় প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ সমাপ্ত হয়।

■ প্রতিবেদক: শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (গ্রোথ ও প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস

স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় রিভিউ ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের উদ্যোগে, ২৮ মে ২০১৬ শনিবার জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় রিভিউ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তারিখ সকাল ৯:৩০ মিনিটে ওয়ার্কশপ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বরারশীপ গ্রোথ) বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব এ.এইচ.এম শামছুল আজাদ, উপ পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস।

উক্ত ওয়ার্কশপে আঞ্চলিক উপ কমিশনার, আঞ্চলিক সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, আঞ্চলিক পরিচালক, উপ পরিচালক, লিডার ট্রেনার, সহকারী লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি, সহকারী জেলা কমিশনার, প্রতিশ্রুতিশীল মহিলা উডব্যাজার, সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি ও ওয়ার্কশপ স্টাফসহ মোট ৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস ও বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহ. তৌহিদুল ইসলাম জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) বাংলাদেশ স্কাউটস।

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য:

১। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক ক্যালেন্ডার তৈরী উপস্থাপন।

৩। স্পেশাল ইভেন্টস এর জন্য নতুন ও আর্কষণীয় কার্যক্রমের প্রস্তাবনা তৈরি।

৪। স্পেশাল ইভেন্টসসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নিরূপণ।

৫। বিদ্যুৎ ক্যাম্প বাস্তবায়ন এবং মেধাবী কাব ও স্কাউটদের স্বীকৃতি প্রদান বিষয়ে পর্যালোচনা।

ওয়ার্কশপ পরিচালনা পর্ষদঃ জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওয়ার্কশপ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম সদস্য স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটি বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ উপ পরিচালক (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ মশিউর রহমান জনসংযোগ কর্মকর্তা বাংলাদেশ স্কাউটস ও জনাব আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ ইউনিট লিডার প্রয়াস মুক্ত স্কাউট গ্রুপ।

উক্ত ওয়ার্কশপে জাতীয় সদর দফতর ও সকল অঞ্চলের ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের মে ২০১৬ পর্যন্ত স্পেশাল ইভেন্টস কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন, আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য নতুন ক্যালেন্ডার তৈরীসহ বিদ্যুৎ ক্যাম্প ও কক্সবাজারে অব্যাহত স্কাউট ক্যাম্প বাস্তবায়নের কৌশল নিরূপণ করা হয়। একই সাথে ৫ম শ্রেণী, ৮ম শ্রেণী সমাপনী ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি স্কাউটদের স্বীকৃতি প্রদান, বঙ্গ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্কুলসমূহে স্কাউটদের সহযোগিতায় জ্বালানী সাশ্রয়ে উন্নত চুলা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় ও নিম্নরূপ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

ওয়ার্কশপ সুপরিশঃ

১. কক্সবাজারে অব্যাহত স্কাউট ক্যাম্প বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাসহ সী-বীচের সন্নিকটে ক্যাম্প সাইট স্থাপন।

২. কক্সবাজারে অব্যাহত ক্যাম্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপি প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে অঞ্চল ভিত্তিক অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান।

৩. প্রতিবছর স্কাউট ফ্যামিলি গ্যাদারিং বা ক্যাম্প আয়োজন করা।

৪. দক্ষ প্রশিক্ষক স্বল্পতার জন্য প্রতি বছর অঞ্চল ভিত্তিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প ২ পর্বে সম্পাদন করা।

৫. বিদ্যুৎ ক্যাম্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ কমপক্ষে দ্বিগুন করা ও যথাসময় প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ।

৬. বিদ্যুৎ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি (কমপক্ষে ৫০ জন) এবং বিদ্যুৎ ক্যাম্প মেট কোর্সের মেয়াদ পাঁচদিন করা।

৭. বিদ্যুৎ ক্যাম্পের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে প্রেরিত দ্রব্যাদি ক্যাম্প শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

সংবাদদাতা ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ০৪ জুন ২০১৬ তারিখে জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী অগ্রদূত সংবাদদাতা ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৭ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য যথাক্রমে-

১। বাংলাদেশ স্কাউটস এর অগ্রদূত পত্রিকার জন্য বিভাগীয় সম্পাদক ও জেলাভিত্তিক সংবাদদাতা মনোনয়ন;

২। সাংবাদিকতার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম নেচার ও স্কোপ সম্পর্কে অবহিতকরণ;

৩। সংবাদ তৈরীর কৌশল, সংবাদ ও ফিচার লেখার পদ্ধতি সর্ম্পকে অবহিতকরণ;

৪। স্কাউটিং এ সাংবাদিকতা এবং স্কাউট সংবাদ প্রেরণ;

৫। অগ্রদূত পত্রিকার রিপোর্টিং এবং সম্পাদনা সর্ম্পকে অবহিতকরণ।

প্রথম অধিবেশন: সাংবাদিকতা কি? লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, নেচার এন্ড স্কোপ, সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতা ও কপি রাইট এ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব রাফিজা রহমান, সিনিয়র ট্রেনার, প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় অধিবেশন: সংবাদ কি? সংগা চরিত্র, সংবাদের ধরণ, সংবাদের উৎস, সংবাদ নির্বাচন, সংবাদ লিখনের কৌশল, হাতে কলমে সংবাদ তৈরী এ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব পারভীন সুলতানা রাব্বী, ট্রেনার, প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ।

তৃতীয় অধিবেশন: ফিচার কি? ফিচার লিখন পদ্ধতি, গল্প লেখার পদ্ধতি ও স্কাউটিং বিষয়ক ফিচার লেখা এ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন ড. জাহাঙ্গীর হাবিব উল্লাহ, প্রাক্তন সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস।

চতুর্থ অধিবেশন: স্কাউটিং বিষয়ক সাংবাদিকতা ও লিখন পদ্ধতি এ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ তৌফিক আলী, সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস।

পঞ্চম অধিবেশন: ক্যামেরা সর্ম্পকে জানা। ভালো ক্যামেরা কোনটি? ছবির ভালো মন্দ যাচাই, কিভাবে ভালো ছবি তোলা যায় এ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

সাঁতার শেখা

কাব স্কাউটদের প্রোগ্রাম বইয়ে সাঁতার শেখার কথা বলা আছে। সাঁতার শেখা আমাদের জন্য খুব জরুরী। সাঁতারের মাধ্যমে মানবদেহের সব অংগ-এর ব্যায়াম হয় তাই একে পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম বলে। আমরা যারা ঢাকায় বসবাস করি তাদের এই শহরে সাঁতার শেখার জন্য কোন পুকুর নেই, তাই সুইমিংপুলে গিয়ে সাঁতার শিখতে হয়। আমি কাব স্কাউটিং করে সাঁতার শেখার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের আবশ্যিকভাবে সূর্য গ্রুপের পারদর্শিতা ব্যাজ 'সাঁতার ব্যাজ' অর্জন করতে হয়। সাঁতার ব্যাজ অর্জন করতে হলে বুক সাঁতার দিয়ে একজন কাব স্কাউটকে কমপক্ষে ১৩.৭২ মিটার (১৫ গজ) এবং চিত সাঁতার দিয়ে কমপক্ষে ৯.১৫ মিটার (১০ গজ) পারি দিতে হবে। আমি সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের কাব স্কাউট হিসেবে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-এ সাঁতার শিখছি। আমাদের সাঁতার শেখার জন্য সাহায্য করছেন কাব লিডার ও সহকারি কাব লিডার, রোভার স্কাউট ভাইয়ারা এবং সুইমিং কমপ্লেক্সের ট্রেনার।

গত বছর (২০১৫ সালে) আমি রোজার মাসে আমার অন্যান্য কাব বন্ধুদের সাথে সাঁতার শিখতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম সংলগ্ন আইভি রহমান জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম। প্রথম দিন পানিতে নেমে আমার একটু ভয় লেগেছিল। আমি গত বছর বেশি দিন করতে পারিনি। গত বছর আমি কিছুটা সাঁতার শিখেছি। প্রতিদিন আমরা সকাল ৮টায় মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে একত্রিত হতাম। সেখান থেকে আমরা বাসে করে যেতাম। সাঁতার শিখে আবার বাসে করে আমাদের ফিরতে দুপুর ১টা বেজে যেতো। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সাঁতার শিখতাম, আমাদের সাঁতার শিখতে সুইমিং কমপ্লেক্সের ট্রেনার ও আমাদের ইউনিটের ভাইয়ারা সাহায্য করতেন। আমাদের কারো কারো অভিভাবক সাথে যেতেন। গত বছর আমরা যারা সাঁতার শিখেছি তারা হলো: কাব স্কাউট রায়াত, আলিফ, আরমান, রাফি, আপন, সানি, সাকিব, আনান, ইনান, সমো, লাবিব, তৌসিফ, সাদিক, তাওফিক। ১৪ মে ২০১৬ থেকে এবার যারা সাঁতার শিখছি তার হলো: কাব স্কাউট রায়াত, জিহান, প্রত্যয়, আপন, আসিফ, আনাস, মাশফি, সমো, রাদি। আমাদের এই নদীমাতৃক বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য পুকুর, নদী, খাল, বিল, ডোবা ইত্যাদি; সাঁতার শেখায় আমাদের সেখানে সাঁতার কাটতে আর কোন বাধাঁ নেই। আমরা সবখানেই নিরাপদে সাঁতার কাটতে পারব। এসো কাব স্কাউট বন্ধুরা, আমরা সবাই মিলে সাঁতার শিখি।

■ লেখক: কাব স্কাউট রায়াত আহমেদ
ষষ্ঠক নেতা, আকাশী ষষ্ঠক
সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

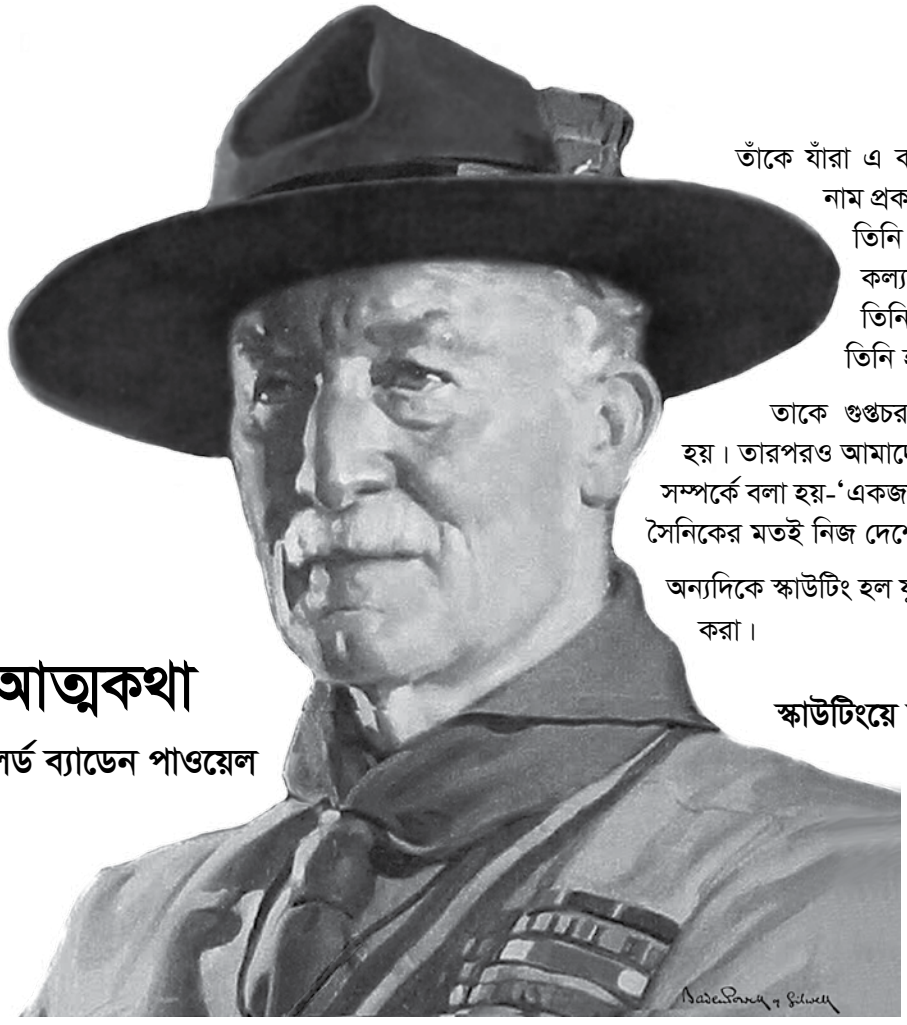

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ <u>পূর্ব প্রকাশের পরঃ</u>

গুপ্তচরবৃত্তি ও স্কাউটিং

এখন আমি সামরিক কর্মকর্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রসঙ্গে আসি। সেটা আমার প্রথম জীবন আর দ্বিতীয় জীবন তথা স্কাউটিং-উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করেছে।

স্কাউটিংয়ের সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির মিল রয়েছে।

গুপ্তচরবৃত্তি হল সম্ভাব্য ঘটনার জন্য প্রস্তুতির লক্ষ্যে শান্তির সময়ে সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা। গুপ্তচরেরা হল ভূতের মত। মানুষ সাধারণত মনে করে যে ভূত অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু তারা সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে এদের অস্তিত্ব নেই। কারণ তারা কখনই এদের দেখে নি।

তবে গুপ্তচর অবশ্যই আছে এবং তারা সংখ্যা অনেক। তারা কেবল ইংল্যান্ডে নয়, তারা আছে ইউরোপের সবখানে। গুপ্তচর কোনো হীন বা তুচ্ছ লোক নয়। সে অবশ্যই চালাক ও সাহসী।

জার্মান গুপ্তচর কার্ল লোডি যুদ্ধের সময় বন্দি হয়ে কোর্ট মার্শালে লন্ডনে বিচারাধীন হন। তখন তিনি বলেন 'ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ছোট হবেন না। তিনি যা করেছেন তার জন্য লজ্জিত নন। তাঁকে যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের নাম প্রকাশে তিনি বাধ্য নন। এ কাজের জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেন নি। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি কাজ করেছেন। তিনি জানতেন এ কাজ করতে গিয়ে তিনি হাতে প্রাণ নিয়ে চলেছেন।'

তাকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপরও আমাদের নিজেদের হাউস অব কমন্সে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-'একজন দেশপ্রেমিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া সৈনিকের মতই নিজ দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।'

অন্যদিকে স্কাউটিং হল যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক কাজে তথ্য সংগ্রহ করা।

স্কাউটিংয়ে আমার শুরু

বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর সেনাবাহিনীতে যোগাদানের বেশি দিন যায় নি। আমাকে আফগানিস্তানে পাঠানো হল। সেখানে শিবির স্থাপনের পরপরই প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিতে আমাদের অর্ধেক তাঁবু মাটিতে ফেলে দিল। বিপুল সংখ্যক তাঁবু গেল উড়ে। ঘোড়ার এলাকাটা তছনছ হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে গলার রশি ছিঁড়ে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রোদ উঠলে বাহিনীর লোকজন খুঁজে খুঁজে ঘোড়াগুলোকে একত্র করল। কিন্তু একটা ঘোড়া পাওয়া গেল না। সেটি ছিল বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। সেটি এ-৪৪। বাহিনীর সার্জেন্ট মেজর সেটিতে চড়তেন।

এ ব্যাপারে সবাই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বিশেষত কর্নেল এ ক্ষতির জন্য খুব রাগ করলেন।

সুতরাং আমি নিজের থেকে কাজ শুরু করলাম। ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখে দেখে আমি শিবির থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে চলে গেলাম। আমি একটি পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম দাগগুলো একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দিকে ওঠে গেছে। আমার ঘোড়াটাকে পাহাড়ের পাদদেশে রেখে পাহাড়ের ওপরে ওঠে গেলাম এবং এ-৪৪ ঘোড়াকে শিবিরে ফিরিয়ে আনতে সফল হলাম।

এই ছোট ঘটনাটি পরে আমার জন্য বড় ফল নিয়ে এসেছিল। আমরা বেলুচিস্তানে কোয়াটার কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন সীমান্ত বরাবর যুদ্ধকৌশলগত অনুশীলনকালে জেনারেল অশ্বরোহী বাহিনীর বিরোধিতা করে সীমান্তের ওপারে

কি ঘটছে তা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহে তৎপর ছিলেন। তখন সারা রাত কাজ চলছিল। আর রাত ছিল গভীর অন্ধকার ও খুব ঠান্ডা।

অন্যদের সঙ্গে আমাকেও বলা হল শত্রুদের অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করতে। সম্ভব হলে শত্রু অবস্থানের ভেতরে প্রবেশ করে কিছু তথ্য পাওয়া গেলে তা জানানোর জন্যও বলা হল।

বিদ্যালয়ে শেখা সেই ধৈর্যের হামাগুঁড়ি শেখা আবার কাজে লাগল। ধীরে ধীরে আমি ফাঁড়ি পর্যন্ত পথটুকু পার হলাম। ঘটনাক্রমে শত্রুদের অবস্থান আর তাদের সংরক্ষিত বাহিনীর অবস্থান দেখতে পেলাম। আমি যতদূর পারলাম মাটিতে কাঠি পুঁতে জায়গা চিহ্নিত করলাম। কাঠির মাথায় আমার একটা দস্তানা রেখে নিজের শক্তিতে হামাগুঁড়ি দিয়ে আবার ফিরে এলাম।

পরদিন অভিযানের শেষে জেনারেলের কাছে আমাদের অফিসারদের নিজ নিজ কাজের বিবরণ দিতে হল। আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা আমি বললাম। কমান্ডিং অফিসার বললেন, আমি যে ফাঁড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম তা যে কোনো লোকের পক্ষে অসম্ভব। তখন আমি আমার দস্তানার কথা বললাম। সেই নির্ধারিত জায়গায় সেটি পাওয়া গেল।

ভারত থেকে সেনাবাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হল। সেখানে স্যার চার্লস ওয়ারেনের নেতৃত্বে বুয়রদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছিল। বিচুয়ানাল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে কেপ কলোনি রাজ্যের একটি অংশ দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমরা খুব দ্রুত ঘোড়া ছাড়াই বোম্বাই থেকে প্রেরিত হলাম। নাটালে পৌঁছানোর পর আমাদের জন্য নতুন ঘোড়া সরবরাহ করা হল। সেগুলো সম্পূর্ণ আনাড়ি আর বন্য। এখানে একরাতে আবার ছত্রভঙ্গের ঘটনা ঘটল। কিছু সংখ্যক উত্তেজিত ঘোড়া পালিয়ে গেল এবং কয়েকদিন তাদের পাওয়া গেল না। কর্নেল আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, যাও তোমার খেলা খেলে যাও আর ঘোড়াগুলোকে খুঁজে বের কর।

সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগলাম। সেখানে কোনো বরফ বা কাদা ছিল না যাতে পায়ের দাগ দেখে এগিয়ে যাওয়া যায়। জায়গাটা ছিল ঘাসে ঢাকা আর পাহাড়ে ভরা। আমি তাদের খোঁজে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম।

সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর আমি যে জীবন্ত প্রাণী পাহাড়ের পাশে দেখলাম সেগুলো একদল গবাদি পশু।

আমি আমার দুরবিন দিয়ে সেসব দেখলাম। দেখে মনে হল এদের মধ্যে একটি প্রাণী হলুদ রঙের। তারপর আমি আরও একটি হলুদ দাগের প্রাণী দেখলাম। তারপর আমি খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলাম গরুগুলোর মধ্যে ঐ দুটিই আমাদের হারানো ঘোড়া। হলুদ রঙের কম্বলে তাদের গা ঢেকে রাখা হয়েছে।

আমি পরম আনন্দে সেখানে গিয়ে ঘোড়া দুটোকে ধরলাম এবং তাদের শিবিরে ফিরিয়ে আনলাম।

কর্নেলের কাছ থেকে প্রতিদানে আরেকবার প্রশংসা পেলাম।

আমি ভাগ্যবান যে আমার খুব বেশি দূর দেখার দৃষ্টিশক্তি ছিল। আমি এমন অনেক দূরের জিনিস দেখতে পেতাম যেটা দেখার জন্য অন্যদের দুরবিন ব্যবহার করতে হত। আমার কর্নেলেরও তেমনি প্রখর দৃষ্টিশক্তি ছিল। তিনি দূরের দাগযুক্ত জিনিস দেখতে পেতেন যা অন্যেরা দেখতে পেত না। একদিন আমরা রাইফেল রেঞ্জে যাচ্ছিলাম। কর্নেল হঠাৎ আমাকে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ওখানে লোকটি কী করছে? আমি জানি যদি জিজ্ঞেস করি কোন লোকটি এবং কোথায় তাহলে তিনি ক্ষেপে যাবেন। তাই খুব তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন। ভাগ্যবশত দেখতে পেলাম একজন মানুষের মাথা ওঠানামা করছে-অনেক দূরে কাছাকাছি চূড়ায়।

তিনি যেদিকে তাকিয়েছিলেন সেদিকে লক্ষ্য করলাম। সেখানে একটা বড় খামার আছে। সেখান থেকে মেসের জন্য সার্জেন্ট তরিতরকারি সংগ্রহ করতেন। আমি আন্দাজে একটা তীর ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, 'স্যার লোকটা সার্জেন্ট মেসের বাবুর্চি সার্জেন্ট রাসেল। তরিতরকারি কিনতে যাচ্ছেন।'

তিনি গর্জে উঠলেন, 'নির্বোধ'। তিনি তাঁর আর্দালিকে আদেশ করলেন ঘোড়ায় ছুটে গিয়ে লোকটি কে দেখে আসার জন্য।

আর্দালি ফিরে এসে জানাল, 'লোকটি সার্জেন্ট রাসেল, সবজি কিনতে যাচ্ছেন।' কর্নেল কোনো কথা না বলে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু পরে খুব দ্রুত আমাকে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্কাউট অভিযানে পাঠালেন। সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনাগুলোর একটি।

■ চলবে।

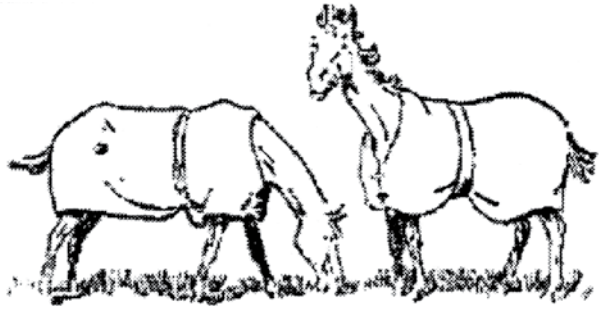

বিশেষ ধরনের দু'টি পশু

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

রোবট পুলিশ

গোয়েন্দা নিরাপত্তার কাজে সম্প্রতি প্রথম রোবট পুলিশ চালু করেছে চীন। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের জন্য এ যন্ত্রে যুক্ত রয়েছে বৈদ্যুতিক চার্জে চালিত সরঞ্জাম। আরও আছে বিশেষ বোতাম, যেটি চেপে লোকজন পুলিশে খবর দিতে পারবে। বিজ্ঞান কল্পকাহিনী নিয়ে তৈরি ব্রিটিশ টেলিভিশন সিরিজ 'ডক্টর হু'র বিখ্যাত রোবট ডালেকের আদলে তৈরি চীনা এ রোবটটির ওজন ৭৮। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট। ঘন্টায় ১৮ কিলোমিটার গতিতে চলাফেরা করতে পারে 'অ্যানবট' নামের এ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।

রোবট আইনবিদ

যুক্তরাষ্ট্রের আইনি প্রতিষ্ঠান বেকারহোস্টেলার আইনি লড়াইয়ে রোবট নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। ইতোমধ্যে আইবিএম-এর বিশেষ কম্পিউটার ওয়াটসনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে 'রস' নামের এক রোবট আইনবিদ। এটাই বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আইনজীবি।

ডুবুরি রোবট

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল কম্পিউটার প্রকৌশলী তৈরি করেছেন 'ওশেনওয়ান' নামের একটি রোবট। এ রোবট ডুবুরির দায়িত্ব পালন করে সাগরতলের এমন কিছু জায়গায় যাতায়াত করে, যেটা মানুষের জন্য খুবই দুর্গম। প্রায় ৫ ফুট লম্বা রোবটটির গঠন অনেকটা মানুষের মতো। এটি বেশ ভালো দেখতে পায় এবং হাত-পা নাড়াতে পারে। এর শরীরের নিচের অংশে রয়েছে কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক', ব্যাটারি এবং বহুমুখী আটটি সচল 'হাতের' বিন্যাস।

ক্ষুদ্রতম ইঞ্জিন

পিঁপড়ার চেয়েও কয়েক কোটিগুণ ছোট আকৃতির বিশ্বের ক্ষুদ্রতম যন্ত্র বা ইঞ্জিন তৈরি করেন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। নবউদ্ভাবিত এ যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ১ মিটারের কয়েকশ কোটি ভাগের এক ভাগ। এ যন্ত্র বা ইঞ্জিনটি এতোটাই ছোট যে, তা খুব সহজেই জীবকোষের ভেতরে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হচ্ছে 'ন্যানো-ইঞ্জিন'। এর নাম দেয়া হয়েছে ANT, অর্থাৎ Actuating Nano-Trandsducer-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা আলো থেকে শক্তি উৎপাদন করতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলেই যন্ত্রটির এমন নামকরণ। শুধু তাই নয়, এটি চলাফেরাও করতে পারে। আর সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা যায় আলোর মাধ্যমেই।

গাছের বয়স ৯,৫০০

২০১২ সালে ৩,৫০০ বছরের প্রাচীন এক গাছের আবিষ্কার চমকে দিয়েছিল বিশ্বকে। বিজ্ঞানীদের মতে সেটিই ছিল পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত জীব। 'দ্যা সেনেটির' নামের ঐ গাছের উচ্চতা ছিল ১১৮ ফুট। কিন্তু সেনোটরকেও টেক্কা দিয়েছে সুইডেনের 'ওল্ড টি জিক্কো'। তার বয়স ৯,৫০০ বছর! এ গাছ দেখতে অবিকল চার্লি ব্রাউন ক্রিসমাস ট্রি'র মতো। দালারনা রাজ্যের ফুলুপজালেট পর্বতে এ গাছের বাস। বেশিরভাগ সময়ই বরফাবৃত থাকে গাছটি। উচ্চতা বেশি নয়, মাত্র ১৬ ফুট। ২০০৪ সালে গাছটির সন্ধান পান উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক লিফ কুলম্যান। নিজের পোষা কুকুরের নামে গাছটির নামকরণ করেন তিনি। কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে জিক্কোর বয়স নির্ধারণ করা হয়।

প্রথমবারের মতো মাথা প্রতিস্থাপন

বিশ্বে প্রথমবারের মতো মাথা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন ইতালির ৫১ বছর বয়সী শল্য চিকিৎসক সার্জিও ক্যানাভারো। ২০১৭ সালেই মস্তক প্রতিস্থাপনের এ অপারেশন করা হবে। ইতোমধ্যে মাথা প্রতিস্থাপনের কাজে স্বেচ্ছায় নিজের মস্তক উৎসর্গ করারও ঘোষণা দেন ৩১ বছর বয়সী রাশিয়ার নাগরিক ভ্যালেরি স্পিরিদোনভ। পেশায় তিনি একজন সফটওয়্যার প্রোগ্রামার। প্রাণঘাতী পেশি ক্ষয়রোগ 'ওয়ারডিং হফম্যান' আক্রান্ত ভ্যালেরি।

মানব মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপনের ঘটনা হবে এটিই প্রথম। এর আগে ১৯৭০ সালে প্রথম রবার্ট জে হোয়াইট সফলভাবে বানরের মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করেন। কিন্তু স্পাইনাল কর্ডের সংযোগ সফল না হওয়ায় শ্বাসকষ্টজনিত কারণে নয় দিন পর বানরটি মারা যায়।

ক্যান্সারের টিকা আবিষ্কার

আবিষ্কৃত হলো মানব শরীরে ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংসকারী টিকা 'ক্যান্সার ভ্যাকসিন' (Cancer Vaccine)। এ টিকা টিকা শরীরের যে কোনো অংশে ছড়িয়ে থাকা ক্যান্সারের জীবাণু ধ্বংস করবে। এ টিকা এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে। লন্ডনের বেকেনহ্যামের বাসিন্দা কেলি পটারের শরীরে প্রথম প্রয়োগ করা হয় এ টিকা। ৩৫ বছরের ঐ মহিলা জরায়ুতে ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন। তার লিভার এবং ফুসফুসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল ক্যান্সারের জীবাণু। টিকা দেয়ার পর তার শরীরে ক্যান্সারের ব্যাপ্তি অনেক স্থিতিশীল।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

প্রিজমে যুক্ত ৭ টেলিভিশন

শিশুদের নিয়ে শিশুদের জন্য দেশের প্রথম ভিডিও সংবাদসেবা 'প্রিজম'। ইউনিসেফের সহায়তায় বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের উদ্যোগে প্রিজমের উদ্বোধন হয় ১০ এপ্রিল ২০১৬। প্রাথমিকভাবে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা এবং বান্দরবানের ১০৫ জন শিশু প্রিজমের সাথে কাজ করছে। শিশুদের তৈরি ভিডিও কনটেন্ট দেখানোর জন্য প্রিজমের সাথে যুক্ত হয়েছে ৭টি টেলিভিশন চ্যানেল– ৭১ টিভি, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, চ্যানেল২৪, দেশ টিভি, নিউজ২৪ ও যমুনা টিভি।

সুপার হিউম্যান ইউরি

ডিসকভারি চ্যানেলে প্রদর্শিত বিশ্বের সেরা ৫ শক্তিধর ব্যক্তির একজন সুপার হিউম্যান বাংলাদেশি নাগরিক এম এ কে ইউরি। মনোদৈহিক অসাধারণ ক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ তার রয়েছে একাধিক বিশ্বরেকর্ড। ২৭ এপ্রিল ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস (BACDYS) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী নাগরিক তাকে বিশেষ সম্মাননা পদক দেয়া হয়। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ভাষাগত দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস।

আইনি সহায়তা পেতে ১৬৪৩০ নম্বর

২৮ এপ্রিল ২০১৬ নাগরিকদের আইনি সহায়তা দিতে চালু হয় জাতীয় হেল্পলাইন। এর মাধ্যমে ১৬৪৩০ নম্বরে ডায়াল করে একজন নাগরিক দেওয়ানী, ফৌজদারি, পারিবারিকসহ আইনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়ের তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়া দরিদ্র ও দুঃস্থরা নিতে পারবেন বিনামূল্যে আইনি সহায়তা।

বিনামূল্যে আইনি সেবা পাবেন যারা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার হেল্পলাইন কলসেন্টার ফোন করে যারা বিনামূল্য আইনি সেবা পেতে পারেন–

- আর্থিকভাবে অসচ্ছল যে কোনো ব্যক্তি, যার বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০০/- টাকার বেশি নয়
- কর্মক্ষম নন বা আর্থিকভাবে অসচ্ছল যে কোনো ব্যক্তি, যার বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০০/- টাকার বেশি নয়
- কর্মক্ষম নন বা আংশিক কর্মক্ষম, কর্মহীন বা ৭৫,০০০/- টাকার নিচে বার্ষিক আয় এমন মুক্তিযোদ্ধা
- সরকার বয়স্ক ভাতা পান এমন ব্যক্তি
- ভিভিটিং কার্ডধারী দুঃস্থ মায়েরা

নতুন ৪ জাতের ধান উদ্ভাবন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) সম্প্রতি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রবল সম্ভাবনাময়– এমন চারটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত জাতগুলো এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। নতুন জাতগুলো হলো– ব্রি-ধান ৭৫, ব্রি-ধান ৭৬, ব্রি-ধান ৭৭ ও ব্রি-ধান ৭৮। উদ্ভাবিত জাতগুলো উচ্চতায় লম্বা, কোমর সমান পানিতেও হেলে পড়বে না এবং উচ্চ ফলনশীল। শুধু তাই নয় প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও।

ঢাকায় পাহাড়ের শান্তির নীড়

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এ তিন পার্বত্য জেলার মানুষ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা রাজধানী ঢাকায় এলে কোথায় থাকবেন, তা নিয়ে বেশ দুশিন্তায় থাকেন। তাদের সেই দুশিন্তার দিন শেষ হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে তারা যেন স্থায়ী একটি ঠিকানা পান, সেই লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বেইলি রোডে তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন আবাসস্থল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স'। ৮ মে, ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১.৯৪ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন এ কমপ্লেক্সের সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ১০৬ কোটি টাকা।

কমপ্লেক্সে একটি সাধারণ বিশ্রামগারও থাকবে, যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যখন খুশি এসে বিশ্রাম নিতে পারে। এছাড়া সামান্য ভাড়ায় তারা তিন দিন তিন রাতের জন্য রুম ভাড়াও নিতে পারবেন। থাকবে পাহাড়ি খাওয়া-দাওয়ারও সুব্যবস্থা। থাকবে একটি মিলনায়তন, প্রশাসনিক ভবন, মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি।

ব্রিটেনে প্রথম মুসলিম নারী মেয়র

১১ মে, ২০১৬ লন্ডনের ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়রের দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাদিয়া শাহ-এর হাতে। লেবার পার্টি থেকে ক্যামডেনের রিজেন্ট পার্ক ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর নাদিয়া শাহ যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী মেয়র। ২০১৬-২০১৭ সালের জন্য তিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পেশায় ব্যাংকার নাদিয়া শাহ'র গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায়। তার স্বামী জলিল শাহ ক্যামডেন কাউন্সিলের ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

স্কুল

ভারতের সিটি মন্টেসরি স্কুল (CMS) শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম স্কুল। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সর্বশেষ সংস্করণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্কুলের স্বীকৃতি লাভ করে। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম ওঠে সিটি মন্টেসরি স্কুলের। ঐ বছর এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯,৪৩৭ জন। চলতি ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কর্মসূচি চালু রয়েছে এখানে। স্কুলে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ১,০৫০ টি। শান্তিপূর্ণ শিক্ষায় ২০০২ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করে এ প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৫৯ সালে ড. জগদীশ গান্ধী ও তার স্ত্রী ড. ভারতী গান্ধী ধার করা ৩০০ রুপি ও মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে স্কুলটি শুরু করেন। CMS-এর ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ৩-১৭ বছর। প্রতি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ৪৫ জন এবং সব শিক্ষার্থীকে স্কুল ইউনিফর্ম পরতে হয়। স্কুলটি এ পর্যন্ত কোনো সরকারি অর্থ সাহায্য নেয়নি। নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বেতন মাসে ১,০০০ রুপি এবং ওপরের ক্লাসের ২,৫০০ রুপি।

বিমান

প্যারাগুয়ে থেকে ১১৭ টন ওজনের জেনারেটর নিয়ে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ভ্রমণ করে ১৭ মে ২০১৬ অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অবতরণ করে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা এবং ভারী কার্গো এয়ারক্রাফট। রুশ ভাষায় এর নাম আন্তন্ভ অ্যান-২২৫ ম্রিয়া', বাংলায় যার অর্থ 'স্বপ্ন'। ৮৪ মিটার বা ২৭৫ ফুট দীর্ঘ এ উড়োজাহাজ নির্মিত হয়েছে ইউক্রেনে। এর ডানার ব্যাপ্তি ৮৮.৪ মিটার বা ২৯০ ফুট এবং উচ্চতা ১৮.১ মিটার বা ৫৯ ফুট ৫ ইঞ্চি। এর ধারণ ক্ষমতা ৬০০ টন।

প্রাচীনতম কুঠার

সম্প্রতি অস্ট্রেলীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় কিম্বার্লি অঞ্চলে 'কার্পেন্টাল গ্যাপ' নামক এক স্থানে মানবনির্মিত সবচেয়ে প্রাচীন কুঠারটি আবিষ্কার করেন। ছোটো আকৃতির এ পাথুরে কুঠারটি দেখতে অনেক মসৃণ। এযাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন পাথুরে কুঠারের মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং এর আগে প্রাপ্ত কুঠারের চেয়ে এ কুঠারের বয়স ১০,০০০ বছর বেশি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডটি ৪৫-৪৯ হাজার বছরের পুরনো। এর আগে জাপানে সবচেয়ে পুরনো যে কুঠারটি পাওয়া গিয়েছিল তা ৩৫,০০০ বছরের পুরনো।

বয়স্ক জীবিত বিড়াল

২০১৬ সালের মার্চে ৩০ বছর পূর্ণ করে 'স্কুটার' নামের ছোট-খাটো গড়নের নীলচে চোখের একটি বিড়াল। এর মাধ্যমে সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত বিড়াল হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি লাভ করে বিড়ালটি। সিয়ামেচ জাতের এ বিড়ালটি মূলত থাইল্যান্ডের একটি বিড়ালের জাত। তার মনিব জেইল ফ্লয়েড।

দামি সম্পত্তি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে লগ্নিকারী জন গুটফ্রেন্ডের রাজকীয় প্রাসাদ বিক্রির জন্য দাম ওঠে ১২ কোটি মার্কিন ডলার বা ৮ কোটি পাউন্ড। ধারণা করা হয়, এটাই বিশ্বের সবচেয়ে দামি সম্পত্তি। পুরো বাড়িতে রয়েছে বিশাল আকৃতির ২০টি ঘর ও মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো একটি সিঁড়ি। গুটফ্রেন্ড 'কিং অব ওয়ারস্ট্রিট' নামেই বেশি পরিচিত।

প্রবীণতম নারী

বর্তমানে বিশ্বের প্রবীণতম নারী হলেন ইতালীর এম্মা মোরানো। তার জন্ম ২৯ নভেম্বর ১৮৯৯। সে হিসেবে তার বর্তমান বয়স ১১৬ বছর। বর্তমানে তিনি দুনিয়ার একমাত্র মানুষ, যিনি তিন-তিনটি শতাব্দী দেখে চলেছেন।

হীরা

২০১৫ সালের নভেম্বরে কানাডার খনি কোম্পানি লুকারা ডায়মন্ড বতসোয়ানার কারো (Karowe) হীরার খনিতে আবিষ্কার করে ১,১১১ ক্যারেটের একটি হীরক খণ্ড। এটা গত ১০০ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত সব হীরার মধ্যে বড়। এর আকার ৬৫ মিমি X ৫৬ মিমি X ৪০ মিমি। ২৯ জুন ২০১৬ এ হীরকখণ্ডটি লন্ডনে নিলামে উঠানো হবে। ধারণা করা হচ্ছে, নিলামে এর বিক্রয়মূল্য হবে ৭ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫৬০ কোটি টাকা। বতসোয়ানার সোয়ানা ভাষায় সর্ববৃহৎ এ হীরক খণ্ডের নাম 'লাসেত্তি লা রোনা', যার বাংলা অর্থ 'আমাদের আলো'। এর রং অনন্য ও এটি অন্য যে কোনো হীরকের চেয়ে অধিক স্বচ্ছ। ২৫০-৩০০ বছরের পুরনো এ দুর্লভ রত্নের আকার একটি টেনিস বলের সমান। গত ১০০ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত সর্ববৃহৎ এ হীরা অবশ্য বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরা। এর আগে ১৯০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গিয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম হীরা। ৩,১০৬ ক্যারটের 'কালিনান' নামের ঐ হীরা এখন শোভা পাচ্ছে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথের মুকুটে।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

অগ্রদূত ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু

অগ্রদূত ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান

মাননীয় মন্ত্রীকে স্মারক উপহার প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

অগ্রদূত ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

জেলা সংবাদদাতার পুরস্কার গ্রহণ করছেন রোভার মোঃ আরমান হোসেন

অগ্রদূত ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অগ্রদূত প্রদর্শনী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

মাননীয় মন্ত্রীকে স্মারক প্রদান করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

ডিজাস্টার স্কাউট ক্যাম্পের কার্যক্রম

ডিজাস্টার স্কাউট ক্যাম্পের কার্যক্রম

মহড়া পরিদর্শনে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

ডিজাস্টার স্কাউট ক্যাম্পের কার্যক্রম

ডিজাস্টার স্কাউট ক্যাম্পের কার্যক্রম

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতিকে স্মারক প্রদান করছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)

প্রধান জাতীয় কমিশনারের সাথে জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ

অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপওয়ার্ক

অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপওয়ার্ক

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী গার্ল ইন স্কাউট লিডারগণ

প্রোগ্রাম রিভিউ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক

প্রধান জাতীয় কমিশনারকে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সভাপতি, প্রোগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ওয়ার্কশপে গ্রুপওয়ার্ক

ওয়ার্কশপে গ্রুপওয়ার্ক

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের খেলায় অংশগ্রহণ

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণ

প্রশিক্ষণ ক্লাসে ভিকারুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের গার্ল ইন স্কাউট গ্রুপ

ওয়ার্কশপে বিগত বছরের বাস্তবায়ন তথ্য উপস্থাপন করছেন উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

সরকারী তিতুমীর কলেজ রোভার দলের ডে-ক্যাম্প

সমতট স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান

রোভার মুট, চট্টগ্রাম জেলা

জেলা স্কাউট সমাবেশ, ঝিনাইদহ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

পথ শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নতুন বস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান জতীয় কমিশনার

পথ শিশুদের মাঝে নতুন বস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করছেন প্রধান জতীয় কমিশনার

বরিশাল অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধান জাতীয় কমিশনার

উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী, সাতক্ষীরা সদর

রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্সে জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং)

আমরা স্কাউট গ্রুপের পথ শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

রোভার স্কাউটদের পরিভ্রমণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মধুপুর, টাঙ্গাইলে উপজেলা কাব ক্যাম্পুরীতে ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রিকগনিসন নাইট

রোয়ানু আক্রান্তদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ

শরিয়তপুর জেলার শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা

মুকুল নিকেতন স্কাউট গ্রুপের ট্রুপ মিটিং

বাহাদুরপুর রোভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আইসিটি ক্যাম্প

মধুপুর, টাঙ্গাইল এর উপজেলা কাব ক্যাম্পুরীর অংশগ্রহণকারীগণ

লক্ষীপুর জেলার শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ রোভার লিডারের পুরস্কার গ্রহণ করছেন কমিশনার চট্টগ্রাম জেলা রোভার

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের উপদল নেতা প্রশিক্ষণ কোর্স

অগ্রদূত সংবাদদাতা ওরিয়েন্টেশন কোর্সে প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চলের বার্ষিক পরিদর্শন

কাব স্কাউট ব্যাজ কোর্স, মুন্সীগঞ্জ

ইকোনোমিকেল স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান

কাব স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স, লক্ষীপুর

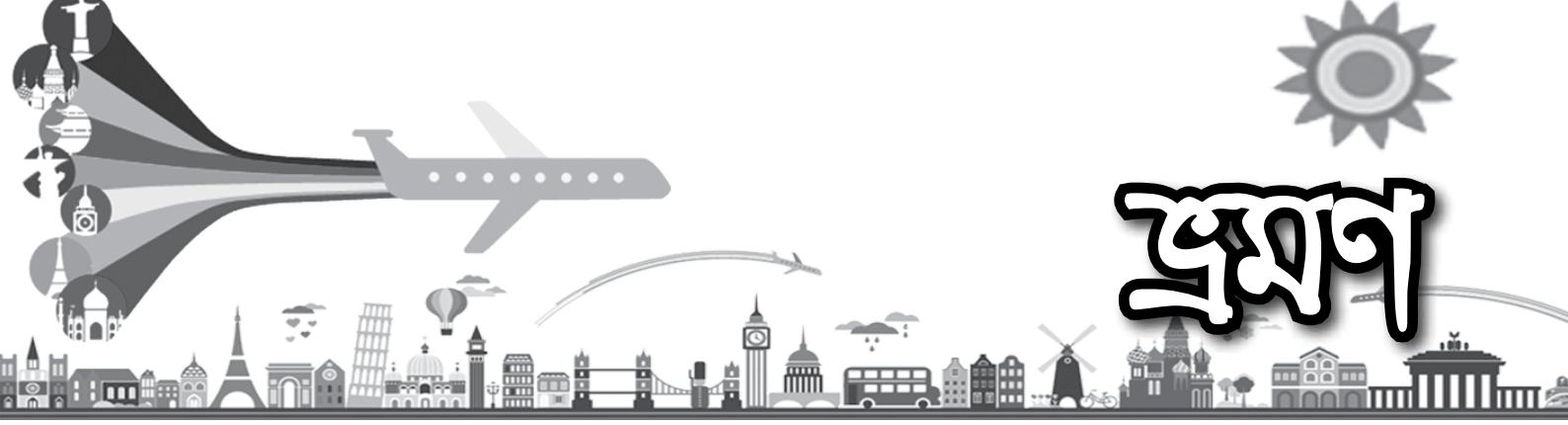

ভারত ভ্রমণ: ভিসা আবেদন পদ্ধতি

সারা জীবন ভ্রমণ কাহিনি পড়ে, ফেইস বুকে অন্যের ভ্রমণ দেখে কিংবা সিনেমা দেখে ভ্রমণ সাধ-আহ্লাদ মেটালেই চলবেনা। সময় পেলে বেড়িয়ে পড়তে হবে দেশ-দেশান্তরে। ব্যস্ততার এ যুগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছুটি মেলে তখন বেড়িয়ে পড়ুন পরিবার নিয়ে, বা বন্ধুদের সাথে নয়তো একা সন্ন্যাসীর মত, স্রেফ নিস্কাম ভ্রমণ যাদের তাগিদ। আমাদের পার্শ্ববর্তীদেশ ভারত। আমাদের দেশের মত যেখানে রয়েছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি, রয়েছে কিছু বিচিত্র যায়গা। প্রেমের সমাধী আর ইতিহাস ঐতিহ্যের ভরপুর। তাই ভ্রমণ প্রিয় মানুষ ছুটে যেতে পারে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে।

যে কোন দেশ ভ্রমণে প্রথমে পাসপোর্ট থাকতে হবে। ভারত যেতে হলে ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য ই-টোকেন লাগবে। ই-টোকেন করতে ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা প্রয়োজন হবে। সত্যিকার অর্থে ই-টোকেন একটি ঝামেলা প্রক্রিয়া। যা হোক যেখান থেকে ই-টোকেন করবেন সেখানে ফরম ফিলাপের পর ফটোকপি চেক করে নিন National ID Card অনুযায়ী আপনার নাম ঠিক আছে কিনা, মায়ের নাম, বাবার নাম ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা। আপনি যদি চাকুরীজীবী হন তাহলে ভিসা আবেদনের সাথে অফিসের অনুমতি পত্র দিতে হবে। উল্লেখ করা যায় ই-টোকেনে পেলে কাগজের উপর সময় ও তারিখ লিখা থাকবে। যে দিন ভিসা আবেদন জমার তারিখ সেদিন সময়মত জমা দিতে হবে। যেসব ভিসার আবেদন জমার (ঢাকার ক্ষেত্রে) সময় ১০:৩০ পর্যন্ত কেবল সেগুলো মতিঝিলে ভিসা অফিসে জমা দেওয়া যাবে। বাকী সময়ের যেমন ১১:০০টা, ১১:৩০ অন্যান্য ভিসা অফিসে (ধানমন্ডি, গুলশান) জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার সময় ভিসা চার্জ বাবদ ৬০০.০০ (ছয় শত) টাকা নিবে। অন্য কোথাও কোন টাকা লাগবেনা। তবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর পরিবর্তে জনপ্রতি ১৫০ ডলার এ্যাড্রোস করলে ভাল হয়। (State bank of India, Matijhil Branch, এই শাখায় ডলার এ্যাড্রোস করলে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভিসা আবেদন জমা দিয়ে দেয়, এ ক্ষেত্রে আপনার লাইনে দাঁড়াতে হবে না ,অনেক সময় বাচবে, ব্যাংক সংলগ্ন ইন্ডিয়ান ভিসা অফিস)। জমা দেওয়ার পর একটা রশিদ দিবে যেখানে ডেলিভারী ডেট লেখা থাকবে।

এখন ট্যুরিস্ট ভিসা (Multiple) এক বছরের জন্য দিয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে Single Antry দিয়ে থাকে। ই-টোকেনে আপনি সুবিধামত দু'টি রুট এর নাম ব্যবহার করতে পারেন যেমন: By Air/Haridaspur/Rail Gede (তিনটি রুট এখানে দেয়া হলো)। যে রুটে যাবেন সে রুটেই আসতে হবে। কোন ভাবেই রুট চেঞ্জ করা যায় না। আপনি রুট দিলেন By Haridaspur/Rail Gede কিন্তু হঠাৎ আপনার জরুরি বিমানে/Air যাওয়া প্রয়োজনে। কিন্তু আপনার ভিসায় বিমান রুট নেই। তাই ভেবে চিন্তে রুট দিন। ভিসা অফিসে যা জমা দিতে হবে। সিরিয়াল অনুযায়ী:

1. Visa Application
2. National ID Card
3. Electricity Bill
4. Bank Statement
5. Trade license
6. Others
7. Passport photo copy

মনে রাখবেন কোন তথ্য যেন হেরফের না হয়। যেমন: Visa Application এ পাসপোর্ট অনুযায়ী স্বাক্ষর করতে হবে।

ইলেকট্রিসিটি বিলের ঠিকানা অনুযায়ী ভিসা আবেদনের ঠিকানা হতে হবে এবং স্পট ফটোকপি হতে হবে নতুবা ফেরত আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে আপনার প্রচুর সময় ব্যয় হবে কারণ ধরুন আপনি সকাল থেকে লাইন ধরে ২ ঘন্টা পর যখন আবেদন জমা দিলেন তখন এ ধরনের সমস্যা হল। সব কাগজের মূল কপির পাশাপাশি এক সেট ফটোকপি রাখুন। ভিসা হয়ে গেলে আপনি সানন্দে ভারত সফরে যেতে পারেন।

■ লেখক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (আর্টস এন্ড ডিজাইন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৫.২০১৬ ॥ রবিবার

– মহান মে দিবস পালিত হয়।

০২.০৫.২০১৬ ॥ সোমবার

– বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (BRTC) সব বাস ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়।

০৪.০৫.২০১৬ ॥ বুধবার

– যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র শবে মেরাজ পালিত হয়।

০৫.০৫.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– দশম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশন সমাপ্ত।

০৮.০৫.২০১৬ ॥ রবিবার

– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী ও ১৫৬তম জন্মদিন পালিত।

০৯.০৫.২০১৬ ॥ সোমবার

– দেশের ৪৯০তম উপজেলা হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলীর অনুমোদন লাভ।

১১.০৫.২০১৬ ॥ বুধবার

– ২০১৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

– বাণিজ্য সমস্যা ও কারিগরি বাধা দূর করতে বাংলাদেশ-নেপালের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

১৭.০৫.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

১৮.০৫.২০১৬ ॥ বুধবার

– সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২১.০৫.২০১৬ ॥ শনিবার

– বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু উপকূলীয় এলাকাগুলোতে আঘাত হানে।

২২.০৫.২০১৬ ॥ রবিবার

– যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পবিত্র শবে-বরাত পালিত হয়।

২৪.০৫.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ (বিনা পরোয়নায় গ্রেফতার) ও ১৬৭ ধারা (রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ) সংশোধনে হাইকোর্টের দেয়া ১৫ দফা নির্দেশনা বহাল রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

২৫.০৫.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী।

২৭.০৫.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– বাংলাদেশ-ভারত রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিদেশ

০২.০৫.২০১৬ ॥ সোমবার

– ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রমোদতরী কিউবার রাজধানী হাভানায় পৌঁছে।

০৩.০৫.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– ১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর কিউবার রাজধানী হাভানায় প্রথমবারের মতো ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত।

১২.০৫.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– ব্রাজিলের সিনেট দেশটির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট দিলমা রৌসেফকে বরখাস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরুর পক্ষে ভোট দেয়।

– ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দেশজুড়ে ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

১৩.০৫.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের উদ্যোগে 'ফ্রেন্ডস অব মাইগ্রেশন' গ্রুপের যাত্রা শুরু হয়।

১৭.০৫.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় মালদ্বীপ।

১৯.০৫.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন জারি।

২৩.০৫.২০১৬ ॥ সোমবার

– ভিয়েতনামের ওপর থেকে মারণাস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

২৬.০৫.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– জাপানে দু'দিনব্যাপি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২৭.০৫.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– ৭১ বছরের ইতিহাস ভেঙে প্রথম ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাপানের হিরোশিমা সফর করেন বারাক ওবামা।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ
ঢাকা

আসছে ইলেকট্রিক প্লেন

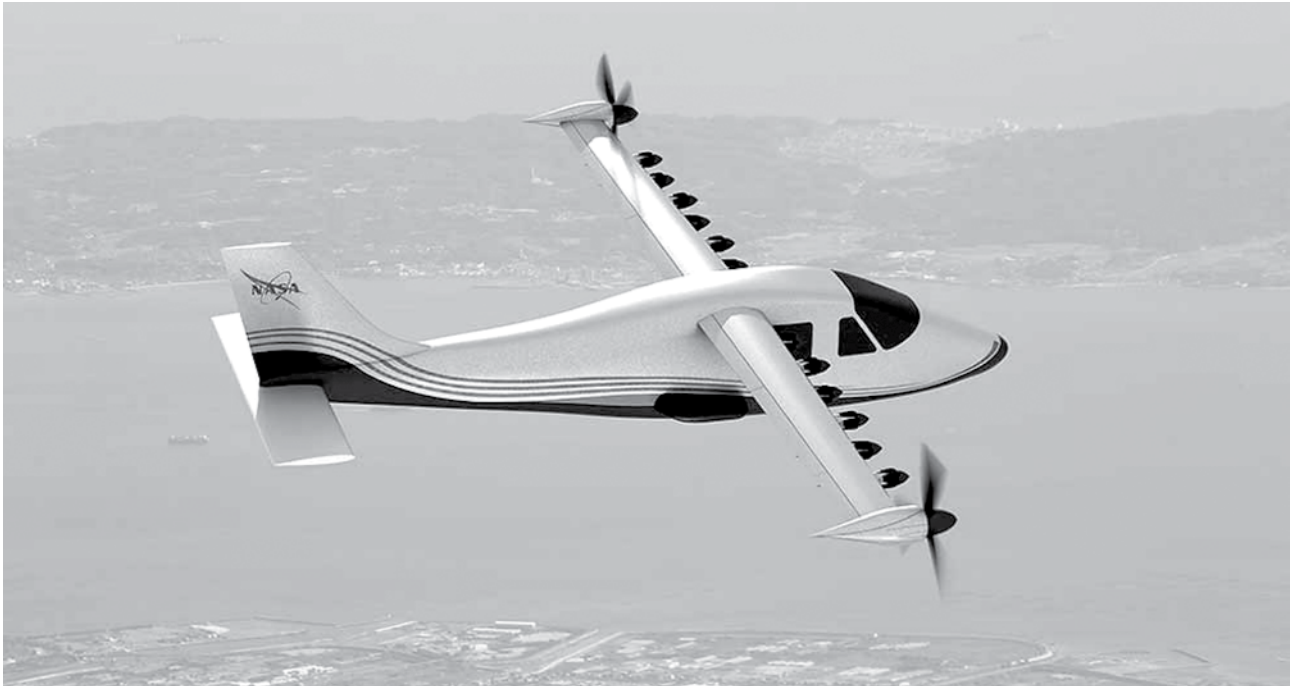

ইলেকট্রিক বাইক, ইলেকট্রিক কারের পর এবার আসছে ইলেকট্রিক প্লেন। এই ইলেকট্রিক প্লেনের ডিজাইন করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নাসার এই ই-প্লেনটির নাম দেয়া হয়েছে ম্যাক্সওয়েল। এটি এক্স-৫৭ প্রজেক্টের মাধ্যমে তৈরি হবে।

নাসার প্রশাসক চার্লস বোলডেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংডন ডিসিতে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক এভিয়েশন সম্মেলনে নাসার বিদ্যুৎ চালিত এই বিমানটির ডিজাইন উন্মোচন করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'নাসার এই বিমান নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। অ্যাভিয়েশন সেক্টরে এই বিমান হবে রোল মডেল। নাসা এই ধরনের বিমান তৈরির জন্য দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছে।'

নাসার এই বিমানটি জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের নামে রাখা হয়েছে। ম্যাক্স ১৯ শতকের স্কটিশ বিজ্ঞানী। যিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গবেষনায় পথিকৃৎ ছিলেন।

এই ই-প্লেনটি নাসার স্কেলেবল কনভার্জেন্ট ইলেকট্রিক প্রোপালসন অপারেশন্স রিসার্স প্রজেক্ট থেকে তৈরি হবে।

এক্স-৫৭ দেখতে অনেকটা ইতালির ডিজাইনে তৈরি টেকনাম পি২০০৬টি টুইন ইঞ্জিন লাইট এয়াক্রাফটের আদলে তৈরি হবে। এর ডানা এবং ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হবে। এতে থাকবে ১৪টি ইলেট্রিক মোটর। যার মধ্যে ১২টি টেকঅফ এবং ল্যান্ডিয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে। অন্য দুইটি মোটর আকাশে বিমানটিকে স্থির রাখতে সাহায্য করবে।

নাসা মনে করছে ই-প্লেন তৈরি হলো যেমন জ্বালানি সাশ্রয় হবে তেমনি করে বিমানের পরিচালনা খরচও কমবে।

নাসার ই-প্লেন সম্পূর্ণ ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত হবে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

ক্রিকেটের ইতিকথা

আজ সারা বিশ্বে ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। খেলাটি আজ যে জায়গায় এসে সমৃদ্ধ হয়েছে শুরুতে এরকম ছিল না। আবার ক্রিকেট খেলার এতগুলো ফরম্যাটও ছিল না। বর্তমানে টেস্ট, ওয়ানডে, টি- টোয়েন্টি তিন ধরণের ফরম্যাটে খেলা হয়। তাই যদি বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাস ভাগ করা হয় তবে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে-
১. আদি যুগ ও ২. আধুনিক যুগ

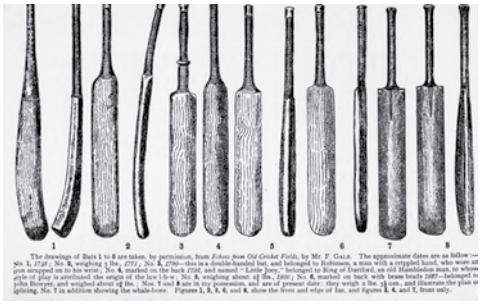

ক্রিকেট ব্যাটের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন রূপ

আদি যুগ: ক্রিকেটের জনক কে তা নিয়ে আজো মতভেদ রয়েছে। তারপরেও ক্রিকেটের জন্মস্থান বলা হয় ইংল্যান্ডেকে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, ক্রিকেটের জন্মটা হয় ভারতীয় উপমহাদেশের পাঞ্জাব অঞ্চলের 'দোয়াব' এলাকায়। দক্ষিণ ভারতে ব্যাটকে বলা হত ডান্ডা। এটি ৭ম শতাব্দীতে চালু হয় বলে জানা যায়। তারপরেই খেলাটি ৮ম শতাব্দীর আরও কিছু পরে পারস্যের দিকে চালু হতে থাকে। এরপরই ইউরোপীয়দের মধ্যে খেলাটির প্রচলন হয়।

১০৬৬ সালে ইংল্যান্ড বিজয়ের পর নরম্যানরা সেখানেও এই খেলাটা চালু করে। তখন শুধুমাত্র সপ্তাহের রবিবার এই খেলাটি খেলা হতো। ১১৮৩ খ্রীস্টাব্দে জোসেফ অব এক্সেটার নামক লেখকের লেখা থেকে জানা যায়, একটি বল একজন ব্যাটসম্যানের দিকে ছুড়ে মারা হতো যার পিছনেই আজকের স্ট্যাম্পের মতো এক ধরনের কাঠামো থ াকতো। ব্যাটসম্যানের হাতে থাকা কাঠের তক্তা দিয়ে বলটিকে বাড়ি মারতো সেই কাঠামোকে বলের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো ব্যাটসম্যানের বাড়ি মারা বলটিকে ধরতে। অনেকটা আজকের দিনের ক্রিকেটের মতই।

কিন্তু এরপর আসে ক্রিকেটের উপর ধাক্কা। কারণ ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে গিয়েছিল রাজ্য জয়ের প্রতিযোগিতা। ক্রিকেট খেলার কারণে যুদ্ধ করার মতো প্রয়োজনীয় সৈনিক পাওয়া যাচ্ছিল না বলে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলা নিষিদ্ধ করেন। নিষেধ অমান্য করলেই ছিল শাস্তির ব্যবস্থা। তবে ১৫০০ সালের পর এই ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয় হতে থাকে। ফলে আর কোন বাধাই আর সামনে দাঁড়াতে পারে নি।

আধুনিক যুগ: মূলত যখন থেকে কাউন্টি ম্যাচ খেলা শুরু হয় তখন থেকেই আধুনিক ক্রিকেটের পথচলা শুরু হয়। প্রথম ম্যাচটি ছিল ১৭১৯ সালে ইংল্যান্ড জাতীয় দল ও কেন্ট দলের মধ্যে। আর আমাদের ভারতবর্ষে ১৭২১ সালে আধুনিক ক্রিকেটের প্রচলন হয়। এরপর ১৮৭৭ সালে এসে জন্ম নেয় টেস্ট ক্রিকেট। ১৮৭৭ সালের ১৫ ই মার্চ প্রথম টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করে ইতিহাস গড়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ওয়ানডে ম্যাচেও অংশ গ্রহণ করে এই দুটি দল। দুই ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া জয় লাভ করে। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে 'ইম্পেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে। পরে ১৯৫৬ সালে 'ইম্পেরিয়াল' কথাটি পরিবর্তন করে 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দটি যোগ করে 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল' রাখা হয়। যাকে এখনো সংক্ষেপে আইসিসি।

শুরুর দিকে টেস্ট ম্যাচগুলোর নির্দিষ্ট কোনো দিনের হিসাব ছিল না। তখন থেকেই ম্যাচ দেখার জন্য প্রচুর দর্শক টিকিট কেটে খেলা দেখতে আসত। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের জন্যে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে আসে আরো ব্যাপক পরিবর্তন। জিলেট কাপ নামে ৬০ ওভারের এক টুর্নামেন্ট আয়োজন করে ইংল্যান্ডে। এরও অনেক পরে ১৯৭১ সালের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দিয়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের শুরু হয়। প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়। তারপর শুরু হয় বিশ্বকাপের ধারণা। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থাও আইসিসি স্থি ক্রিকেট খেলুড়ে সবগুলো দেশ একসাথে নিয়ে নতুন এক টুর্নামেন্টের চিন্ড্র করে। সেই চিন্ড্র াভাবনা থেকেই ১৯৭৫ সালের ৭ জুন প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পর্দা ওঠে। প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক ছিল ইংল্যান্ড এবং সেই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে স্বাগতিক ইংল্যান্ড, পূর্ব আফ্রিকা, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্ড্রান ও নিউজিল্যান্ড। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে। এতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন ক্লাইভ লয়েড।

এরপর ৩০ বছর পর আবারো ক্রিকেটে আসে পরিবর্তন। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক বা টি২০ ইন্টারন্যাশনাল (ইংরেজি: Twenty20 International বা T20I) ক্রিকেট খেলার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণবিশেষ। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে অনুষ্ঠিত ঐ খেলায় অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডকে ৪৪ রানে পরাজিত করেছিল।

স্বাস্থ্য কথা

রোযাকালীন পুষ্টি ঘাটতি পূরণে করণীয়

রমজান মাস মানে সংযমের মাস। খাবারের প্রতি সংযম রেখে খারাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার শিক্ষা গ্রহণের মাস। সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাই সারা মাস জুড়ে রোজা রাখেন। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল পানাহার থেকে বিরত থেকে রোজা রাখা হয়। খাবারের মধ্যে আছে রাতের খাবার, সেহরি ও ইফতার। কিন্তু সারাদিন রোজা রাখার পর অনেকেই রাতে খেতে পারেন না। ফলে সঠিক উপাদানের খাবার ও পানির অভাবে স্বাস্থ্যহানী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া ইফতারে বেশি পরিমাণে খাবার খেলেও নেই বাড়তি কোনো উপকারিতা। উল্টো ক্ষতিই বেশি। কেননা ঈফতারিতে তেলে ভাজা খাবার ও মশলা জাতীয় খাবারই থাকে বেশি। কিন্তু প্রত্যেক রোজাদারকেই রমজানের এই সময়টাতে সুষম খাবার খাওয়া খুব জরুরি।

তাই আসুন এই রোযা থাকাকালীন সারাদিন উপোস থাকার ফলে শরীরে সঠিক পুষ্টির অভাব কীভাবে দূর করবেন তা জেনে নেয়া যাক।

ইফতারে ভাঁজাপোড়া নয়

ইফতারে যতদূর সম্ভব তেলে ভাজা, অতিরিক্ত ঝাঁলযুক্ত ও মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। কারণ এগুলো শারীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চাইলে বাড়িতে কম তেল ও মশলায় ইফতার তৈরি নিতে পারেন। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় এগুলো ইফতারে না খেলে। খেয়াল রাখবেন যেন ইফতারের খাবারগুলো সুষম পুষ্টিসম্পন্ন হয়।

প্রচুর ফলমূল খান

বিশেষ করে রোজার মধ্যে দুবেলা খাওয়া হয়। এ কারণে ইফতারে যতটা সম্ভব বেশি বেশি ফলমূল রাখা উচিত। সারাদিন রোজা রাখার ফলে শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দেয়। আর তা পূরণ করতে ফল বেশ কার্যকরি। ফল শরীরের পানি শূন্যতা সহজেই দূর করে দেয়।

প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার

সারাদিন রোজা রাখার ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার তাৎক্ষণিকভাবে শরীরে এনার্জি জোগায়। এ কারণে সহজে পুষ্টি পেতে প্রতিদিনের ইফতারে কাজুবাদাম, ওটমেল, মটরশুটি, মসুর ডাল রাখতে পারেন।

পানি ও বিভিন্ন শরবত খান

সারাদিন যেহেতু আমাদের সবরকম পানাহার থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। তাই দেহে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ইফতারের পর থেকে প্রচুর পানি পান করুন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ফলের শরবতও খেতে পারেন। যেমন- পেঁপে, আম, শশা, বেল ইত্যাদি।

ছড়া-কবিতা

আমাদের সংগ্রাম চলবেই
মোঃ শামীমুল ইসলাম

সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
দক্ষিণ এশিয়ায় ডিজিটাল দেশ গড়তে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
মধ্যম আয়ের দেশ গড়তে আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
সবার জন্য নিরাপদ আবাস গড়তে আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ও সবার জন্য ন্যায় বিচারে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
সবার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
ঘুষখোর আর তোশামোদিদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
যোগ্য পদে সৎ ব্যক্তির পদায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রাম চলবেই,
অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
সুখ ও সম্মান সকলের অধিকার এটা প্রতিষ্ঠাই আমাদের সংগ্রাম;
সাতটি আইন স্কাউটদের গাইড লাইন এটাই আমাদের সংগ্রাম,
অপরকে সুখী করে নিজে সুখে থাকার সংগ্রামই আমাদের সংগ্রাম
অপমান অপবাদে নয়, সুখ ও সম্মান বৃদ্ধিতে আমাদের সংগ্রাম চলবেই;
সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধান দেয়ার ব্রতে আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

বৈশাখের গান
শিখর চৌধুরী

বৈশাখে তপ্ত হাওয়ায় মাতছে
কলাগাছের দীর্ণ পাতা;
তাকে সঙ্গ দিয়ে ধূলা উড়ছে
তাতেও কৃষ্ণচূড়া হাসি হাসছে।
কচি অশথও তাই দেখে নাচছে
সাথে সাথে টগরও যে উড়ছে
খেজুর গাছের শাখায় উঠেছে নাড়ানাড়ি
বাশঁ গাছও না জানি করছে কি নিয়ে কাড়াকাড়ি।
বেলা বয়ে চলেছে এমনি করে
তাই দেখে চুপ করে রই কেমনে করে।
তাইতো চাচ্ছি ছড়িয়ে দিতে সবার প্রাণে
সেই আকুতিই রইল আমার এ গানে-কবিতায়।

শরিয়তপুর জেলায় শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা এর পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয় সভা ৫ জুন ২০১৬ তারিখ সকালে সার্কিট হাউজ, শরিয়তপুর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় জেলা স্কাউটস, ৬টি উপজেলা স্কাউটস ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাসহ মোট ৪৬ জন অংশগ্রহণ করেন। সমন্বয় সভায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী পরিচালক, জেলা স্কাউট কমিশনার, সহকারী জেলা কমিশনার (সংগঠন/কাব), জেলা স্কাউট সম্পাদক, জেলা কাব লিডার, উপজেলা স্কাউট কমিশনার, উপজেলা স্কাউট সম্পাদক ও উপজেলা কাব লিডারগণ অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলা জনাব মোঃ মাহমুদুল হুসাইন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, শরিয়তপুর জেলার সম্পাদক জনাব মন্মথ দাস। সমন্বয় সভা শিডিউল অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সভায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম।

সমন্বয় সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কাউট চাঁদা আদায়, প্যাক মিটিং নিয়মিতকরণ, সকল বিদ্যালয়ে হিসাব খোলা, স্কাউট ও মেম্বারশীপ ফি আদায় নিয়ে গ্রুপ আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন ওয়ার্কশপ ১৬ মে, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন আহমাদ হলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ মে, ২০১৬ তারিখ সকাল ৯টায় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জুলকার নায়ন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তাগাছা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মুক্তাগাছা উপজেলা। প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন ও ব্যক্তি পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের কার্যক্রম শুরু হয়। ওয়ার্কশপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ শফিকুর রহমান এএলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালকের বক্তব্য রাখেন জনাব রেবেকা সুলতানা, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব জিএনআর আবুল বাশার এএলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল।

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। জেলা ভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের তথ্য উপস্থাপন এবং সকল জেলায় সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির টার্গেট নির্ধারণ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। সেশন পরিচালক সিডি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির কৌশল ও ব্যাজ অর্জন বিষয়ে তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে "সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি তরান্বিত করার কৌশল" বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা প্রদান করেন। সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড এর সিলেবাস প্রণয়নের জন্য গ্রুপ আলোচনা করা হয়।

অতঃপর সমাজ উন্নয়ন ওয়ার্কশপ পরিচালক প্রতিজ্ঞা পাঠ করানোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজ উন্নয়ন ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাজিরায় ব্যাজ কোর্স অনুষ্ঠিত

জাজিরা মোহর আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলার উদ্যোগে ১৮ থেকে ২০ মে ব্যাজ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের কোর্স লিডার জনাব সঞ্জীব চন্দ্র কর্মকার, এএলটি, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, জাজিরা উপজেলা। সহযোগিতায় ছিলেন জনাব শিপ্রা দাস উডব্যাজার, জনাব আকলিমা উডব্যাজার, জনাব শহীদুল ইসলাম, উপজেলা স্কাউট লিডার। সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন জনাব আব্দুল কাদের, ইউএনও জাজিরা উপজেলা, জনাব মোহাম্মদ আলী এলটি, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, শরীয়তপুর জেলা। মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী/স্কাউট উপস্থিত ছিল।

২০তম ঢাকা আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ২০তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ১৪-১৬ মে, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহের অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন আহমাদ হলে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ মে, ২০১৬ তারিখ বিকাল ৪টায় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর অংশগ্রহনকারীগণকে ৫টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ২০তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জুলকার নায়ন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তাগাছা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মুক্তাগাছা উপজেলা। প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন ও ব্যক্তি পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের কার্যক্রম শুরু হয়। ওয়ার্কশপে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ শফিকুর রহমান এএলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালকের বক্তব্য রাখেন জনাব জিএনআর আবুল বাশার এএলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব জামিল আহমেদ এলটি, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস; জনাব মোঃ আমিমুল এহসান খান পারভেজ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্বকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার প্রদান করেন ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব জিএনআর আবুল বাশার এএলটি। সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল।

ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব উত্তম কুমার হাজরা এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। বিগত ১৯তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সুপারিশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সন্ধ্যা ৭:৩০টায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জেলা ভিত্তিক প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সংগঠন, সমাজ উন্নয়ন, গার্ল ইন স্কাউটিং ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। এ সেশনে সভাপতিত্ব করেন মীর মনসুর রহমান এলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলা। সেশনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলার স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন।

১৫ মে, ২০১৬ তারিখ সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু করা হয়। প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে সেশন শুরু হয়। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব জিএনআর আবুল বাশার এএলটি ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা প্রণয়ন করা ও উপস্থাপিত ক্যালেন্ডার সমূহ চূড়ান্ত করার জন্য কমিটি গঠন করেন। জেলা ভিত্তিক শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের তথ্য উপস্থাপন এবং সকল জেলায় শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির টার্গেট নির্ধারণ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। অধিক হারে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য ইউনিটে নিয়মিত প্যাক/ ট্রুপ মিটিং আয়োজন করা এবং প্রতি জেলায় ষষ্ঠক নেতা কোর্স, ব্যাজ কোর্স, উপদল নেতা কোর্স, ডে ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজনের সুপারিশ করা হয়। সকাল ৯টায় জেলা ভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের তথ্য উপস্থাপন এবং সকল জেলায় সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির টার্গেট নির্ধারণ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। সেশন পরিচালক সিডি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির কৌশল ও ব্যাজ অর্জন বিষয়ে তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে "সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি তরান্বিত করার কৌশল" বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা দেওয়া হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও দল গঠনের তথ্য উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা নতুন দল গঠন করার সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তা তরান্বিত করার কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। অধিক হারে দল গঠন করার কৌশল বিষয়ে বিভিন্ন জেলার সম্পাদক/ প্রতিনিধিগণ মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা নতুন দল গঠন নিশ্চিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। সকাল ১১:৩০ মিনিটে স্ট্রাটেজিক প্লান ২০২১ উপস্থাপন, ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা স্কাউটস এর গ্রোথ প্লান উপস্থাপন সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ২১ লক্ষে উন্নীত করার জন্য প্রতি জেলায় নতুন স্কাউট দল, কাব দল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। দুপুর ২:৩০ মিনিটে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ সেশনটি পরিচালনা করা হয়। গ্রুপ আলোচনা মাধ্যমে গার্ল ইন স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের

কৌশল নির্ধারণ করে গ্রুপ ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়। বিকাল ৩:৩০ মিনিটে ২০১৬-১৭ সালের খসড়া প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়। বিকাল ০৫:৩০ মিনিটে জাতীয় সদর দফতর থেকে প্রেরীত টকিং পয়েন্ট এর নির্দেশনা সেশনটি পরিচালনা করা হয়। সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে ২০১৬-১৭ সালের খসড়া প্রোগ্রাম ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়। রাত ৮টায় ২০১৬-১৭ সালের সংগঠন, সমাজ উন্নয়ন, গার্ল ইন স্কাউটিং, এক্সটেনশন স্কাউটিং, স্পেশাল ইভেন্টস, গবেষণা মূল্যায়ন বিভাগের ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করা হয়। রাত ৮:৩০টায় সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা ও ওয়ার্কশপ ঘোষণা চূড়ান্ত করা হয়।

২০ তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা

১। আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছার সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, গেইট নির্মাণসহ অন্যান্য অসমাপ্ত কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

২। কো-এডুকেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল ইন স্কাউট দল খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পরিপত্র জারী করার ব্যবস্থা করা।

৩। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে স্কাউট ইউনিট লিডার আছে কিন্তু দল নেই এবং নতুন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিট লিডারদের দল খোলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে।

৪। আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপসহ আঞ্চলিক স্কাউট কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াত আঞ্চলিক স্কাউট তহবিল থেকে প্রদান করা।

৫। ২০১৬-২০২১ পর্যন্ত গ্রোথ প্লান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬। স্কাউটদের অধিক সংখ্যক সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে জেলা ও উপজেলার সহকারী কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও জেলা স্কাউট লিডারদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

৭। জেলা উপজেলা পর্যায়ে এক্সটেনশন স্কাউটিংয়ের কার্যক্রম জোরদার করে অধিক সংখ্যক দল গঠনের উদ্যোগ নিবেন।

৮। কাব স্কাউট প্রোগ্রাম বইয়ের (মাই প্রোগ্রেস) ৪৮ নং পৃষ্ঠায় ৩ নং ও ৬ নং পয়েন্ট প্যান্ট ও জুতা এর ব্যাখ্যার সাথে প্রদর্শিত ছবিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাই বিধায় বইটি (দ্বিতীয় প্রকাশ নভেম্বর, ২০১৫) বিক্রি ও সরবরাহ স্থগিত করা হোক।

৯। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক কাব স্কাউট ফি ১০/- (দশ) টাকার স্থলে ২০/- (বিশ) টাকা ও বার্ষিক স্কাউট ফি ২০/- (বিশ) টাকার স্থলে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ওয়ার্কশপ ঘোষণা

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণ এই মর্মে ঘোষণা করছে যে, স্ব স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেকেই আগামী এক বছরে ২ জন শাপলা কাব, ২ জন পিএস ও ১ জন সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সহায়তা প্রদান করবো।

রাত ৯টায় মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতি গ্রুপ থেকে একাধিক অংশগ্রহণকারী এবং আঞ্চলিক স্কাউটস কর্মকর্তাগণ গঠনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের প্রয়াত স্কাউটার ও তাঁদের প্রয়াত আত্মীয় স্বজনের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মোঃ ইস্রাফিল, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল।

১৬ মে, ২০১৬ তারিখ সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। অতঃপর প্রতিজ্ঞা পাঠ করে সেশন শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এলটি, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব লুৎফে আয়শা এলটি এবং জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ শফিকুর রহমান এএলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ, উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ময়মনসিংহ অঞ্চল। ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব জিএনআর আবুল বাশার এএলটি প্রতিজ্ঞা পাঠ করার মধ্য দিয়ে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
ফরিদপুর জোন

ফেনীতে ১৯১তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিলা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলার উদ্যোগে গত ১৪ থেকে ১৮ মে, ২০১৬ আলহাজ্জ কোব্বাদ আহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়, মহিপাল, ফেনীতে জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে ১৯১তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ এনামুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাবিক), ফেনী ও সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা। বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন, নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২, ফেনী পৌরসভা। নুর উদ্দিন-চেয়ারম্যান, হাজী নজির আহম্মদ গ্রুপ, ফেনী। নূর আজম-সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, আলহাজ্জ কোব্বাদ আহম্মদ আদশ উচ্চ বিদ্যালয়, মহিপাল, ফেনী। সভাপতিত্ব করেন, হাবিবুর রহমান পাটোয়ারী-কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা। কোস লিডারের দায়িত্ব পালন করেন এ.কে.এম ফরিদ আহম্মদ-এলটি, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা। প্রশিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে, আ.ব.ম আশ্রাফুল হক ভূঞা-এলটি। সুনীল চন্দ্র রায়-সিএএলটি, মোঃ বেলাল হোসেন-সিএএলটি। গোলাম হায়দার মজুমদার-উডব্যাজার। মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান-উডব্যাজার। মোঃ শহীদ উল্যাহ-উডব্যাজার। মায়া রানী পাল-উডব্যাজার। মোঃ ইকবাল হোসেন চৌধুরী-উডব্যাজার। বিমল চন্দ্র দেবনাথ-উডব্যাজার। এ.কে.এম ফরিদ আহম্মদ-এলটি এর উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত বেসিক কোর্সে ফেনী জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪২ জন প্রশিক্ষনার্থী শিক্ষক কাব স্কাউটের বিভিন্ন রোমাঞ্চকর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১৭ মে ২০১৬ সন্ধ্যা ৭টায় মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমিন উল আহসান জেলা প্রশাসক, ফেনী ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী জেলা। বিশেষ অতিথির মধ্যে ছিলেন নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজী, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২, ফেনী পৌরসভা। নুর উদ্দিন-চেয়ারম্যান, হাজী নজির আহম্মদ গ্রুপ, ফেনী। নূর আজম-সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, আলহাজ্জ কোব্বাদ আহম্মদ আদশ উচ্চ বিদ্যালয়, মহিপাল, ফেনী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, স্কাউটিং এর বিকল্প কিছু নেই। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামুলক ভাবে স্কাউট ও কাব দল থাকতে হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে ফেনী জেলাকে স্কাউট জেলা বানানোর অগ্রযাত্রা এখান থেকেই শুরু করা হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এবং ফেনী জেলায় আসার পর এযাবত কালে যতগুলো অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং সুশৃংখল প্রোগ্রাম। তাই উক্ত অনুষ্ঠানে তাকে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। ১৮ মে বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রদান করে স্কাফ ও ব্যাজ পরিয়ে দেন কোর্স লিডার ও প্রশিক্ষক বৃন্দ। অতঃপর সার্টিফিকেট বিতরণ ও পতাকা নামানোর মধ্যদিয়ে ১৯১তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের ডিসমিস করেন কোর্স লিডার এ.কে.এম. ফরিদ আহম্মদ-এলটি।

সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস সোনাগাজী উপজেলার উদ্যোগে গত ১০ মে, ২০১৬ আল হেলাল একাডেমী সোনাগাজীতে সোনাগাজী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, হাইস্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে ২৮৭তম ও ২৮৮তম কাব স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স দুটি অনুষ্ঠিত হয়। ২৮৭তম কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন এ.কে.এম ফরিদ আহাম্মদ-এলটি এবং ২৮৮তম কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন এডভোকেট আ.ব.ম আশ্রাফুল হক ভূঁইয়া-এলটি, প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মোঃ লিয়াকত হোসেন-সিএএলটি, সহকারী পরিচালক, কুমিল্লা অঞ্চল, সুনীল চন্দ্র রায়-সিএএলটি, কমিশনার, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস, মোঃ বেলাল হোসেন-সিএএলটি, সম্পাদক, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস ও জেলা স্কাউটস লিডার ফেনী, খুরশেদ আলম-উডব্যাজার, জাকির হোসেন-উডব্যাজার, হরে কৃষ্ণ বসাক-উডব্যাজার, বাবুল কৃষ্ণ দাস-স্কীল সম্পন্ন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরিফা হক-উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

সোনাগাজী ও সভাপতি, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আল মমিন-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সোনাগাজী, ওয়াহীদুর রহমান-সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সোনাগাজী, মাঈন উদ্দিন-সহ-সভাপতি, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস, শরিয়ত উল্যাহ-সহ সভাপতি, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস, হোসেন মোঃ আলমগীর-গ্রুপ সভাপতি প্রতিনিধি, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস। মোঃ বেলাল হোসেন-সিএএলটির উপস্থাপনায় সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত দুটি ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সোনাগাজী উপজেলার ৬৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ফেনী সদর উপজেলা স্কাউটস
২৮১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী সদর উপজেলা উদ্যোগে গত ৩১ মে, ২০১৬ জেলা স্কাউটস ভবন, মিজান রোড, ফেনীতে, ফেনী সদর উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, হাইস্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে ২৯১তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ২৯১তম কোর্সের কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন এ.কে.এম ফরিদ আহাম্মদ-এলটি এবং প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে এডভোকেট আ.ব.ম আশ্রাফুল হক ভূঁইয়া-এলটি, গোলাম হায়দার মজুমদার-উডব্যাজার, হরে কৃষ্ণ বসাক-উডব্যাজার, আমির হোসেন প্রমুখ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পি.কে এনামুল করিম-উপজেলা নিবাহী অফিসার, ফেনী সদর উপজেলা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ফেনী সদর উপজেলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নুরুল আমিন-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফেনী সদর উপজেলা। গোলাম হায়দার মজুমদার-উডব্যাজার এর উপস্থাপনায় সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ বেলাল হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, ফেনী জেলা

কাব লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন

গত ১২ মে থেকে ১৬ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের পরিচালনায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার

ব্যবস্থাপনায় ১৯০তম কাব স্কাউটস ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন জনাব হাসিনা ইয়াসমিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর লক্ষ্মীপুর, জনাব কবির আহাম্মদ এলটি, কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, লক্ষ্মীপুর জেলা এবং কোর্স লিডার। কোর্সে মোট ২৩ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের সমাপনী অনষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান ,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, লক্ষ্মীপুর। কোর্সে মোট ৮ জন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে- কবির আহাম্মদ এলটি কোর্স লিডার, মোঃ নুরুল আমিন, সিএএলটি, মোঃ জহিরুল আলম, সিএএলটি, আহসান উল্লাহ, উডব্যাজার, আবদুর রহিম উডব্যাজার, মোঃ শাহজান সিদ্দিকী উডব্যাজার, আলা উদ্দিন, উডব্যাজার।

কুমিল্লা আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্স

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, লালমাই কুমিল্লায় আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্স ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। কনফারেন্সে ৪৭ জন ট্রেনার অংশগ্রহণ করে। কনফারেনেন্সের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর জনাব মোঃ আবদুল খালেক, চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা এবং সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোঃ আবদুল হাফিজ, সহ-সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক কমিশার জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম সরকার। কুমিল্লা অঞ্চলের সকল লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনার কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি নয় স্কাউটিংয়ের গুনগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে

- প্রধান জাতীয় কমিশনার

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর বরিশাল আগমন উপলক্ষে বরিশাল অঞ্চলের উদ্যোগে ২ জুন, ২০১৬ তারিখ বেলা ১২টায় এক মতবিনিময় সভা আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রূপাতলী, বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার এলটি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) জনাব কাজী হোসনে আরা বেগম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ জনাব আল আমিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান জাতীয় কমিশনার বলেন বর্তমান সরকার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি জানান ২০২১ সালে আমাদের স্কাউটিংয়ের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা যেন স্কাউটিংয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারি। সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন মাঠ পর্যায়ে ইউনিট লিডার, কাব, স্কাউট ও রোভাররাই হচ্ছে স্কাউটিংয়ের প্রাণ। সুতরাং ইউনিট পর্যায়ে স্কাউটিংকে আরো সক্রিয় রাখতে হবে। এজন্য উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩য় ও ৪র্থ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আগামীতে অঞ্চলের শাপলা ও পিএস অ্যাওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক স্কাউটস, জেলা স্কাউটস নেতৃবৃন্দ, স্কাউট সদস্যসহ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের ২০তম আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ গত ১৬ থেকে ১৮ মে, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপাতলী, বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ মে, ২০১৬ তারিখ ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার এলটি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক ও বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, জনাব মোঃ গাউস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল এর সচিব ও সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল জনাব আব্দুল মোতালেব হাওলদার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক জনাব এসএম ফারুক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা জনাব ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল। বাংলাদেশ স্কাউটসে জাতীয় উপ-কমিশনার (সংগঠন) জনাব মোঃ রেজাউল করিম গত ১৮ মে, ২০১৬ তারিখ ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষণ ও সংগঠন বিষয়ে ইনপুট প্রদান করেন। ওয়ার্কশপে বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনারগণ, জেলা সম্পাদক, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা কাব লিডার, লিডার ট্রেনার, সহকারী লিডার ট্রেনার, প্রতিশ্রুতিশীল মহিলা উডব্যাজারসহ বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে বরিশাল অঞ্চলের ২০১৫-২০১৬ সালের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও ২০১৬-২০১৭ সালের ক্যালেন্ডার প্রনয়ণ করা হয়।

৮ম আঞ্চলিক ট্রেনাস কনফারেনস্ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের ৮ম আঞ্চলিক ট্রেনার্স কনফারেন্স গত ১৮ থেকে ১৯ মে, ২০১৬ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রূপাতলী, বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ মে, ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩টায় ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার এলটি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস এলটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল। ট্রেনার্স কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহোদয় প্রশিক্ষণনের গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রশিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি বরিশাল অঞ্চলের ট্রেনারদের পারফারমেন্স মূল্যায়ন চিত্র তুলে ধরেন। ট্রেনার্স কনফারেন্সে

বরিশাল অঞ্চলের ৬ জন লিডার ট্রেনার এবং ১৮ জন সহকারী লিডার ট্রেনার অংশগ্রহণ করেন। একই সাথে সন্ধ্যা ৬টায় বরিশাল অঞ্চলের লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণের সম্মানীয় দায়িত্বপত্র নবায়ণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী বরিশাল অঞ্চলের ২ জন লিডার ট্রেনার ও ৭ জন সহকারী লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্বপত্র নবায়নের বিষয় আলোচনা করা হয়।

বাকেরগঞ্জ উপজেলায় স্কাউটস সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের ২য় চতুবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্কাউটস, বাকেরগঞ্জ উপজেলার ৩য় উপজেলা স্কাউটস সমাবেশ গত ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত জে এস ইউ মডেল হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ বিকায় ৪টায় সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, বাকেরগঞ্জ উপজেলার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাকেরগঞ্জ জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কমিশনার জনাব হাবিবুর রহমান খান। বাকেরগগঞ্জ উপজেলার ১২টি স্কাউট ইউনিট ও ৪টি গার্ল-ইন-স্কাউট ইউনিটসহ মোট ১৬টি ইউনিট সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন ২টি সাব ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে সমাবেশের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। স্কাউটার জনাব মোমিন হাওলাদার প্রধান শিক্ষক, রহমগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জনাব মুজিবুর রহমান সিএএলটি জামিনা মোহাম্মাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাব ক্যাম্প চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রোগ্রাম চীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব গাজী আব্দুস ছালাম সাবেক জেলা স্কাউট লিডার, বরিশাল। গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ সন্ধ্যা ৭টায় সমাবেশের মহা তাঁবু জলসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব লোকমান হোসেন ডাকুয়া, মেয়র, বাকেরগঞ্জ পৌরসভা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আরব আলী হাওলাদার, সহ–সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাকেরগঞ্জ উপজেলা, জনাব হাবিবুর রহমান খান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাকেরগঞ্জ উপজেলা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব হাবিবুর রহমান হাওলাদার, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরে প্রধান অতিথি কর্তৃক অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

স্কাউটদের অংশগ্রহণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাচাঁয় পৃথিবী ও বাচাঁয় দেশ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৬ উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বেসরকারী সংগঠন ও স্কাউটদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় বরিশাল সার্কিট হাউস মিলানয়তন থেকে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ গাউস প্রধান অতিথি হিসেবে শোভাযাত্রার উদ্বোধন ঘোষণা করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরিশালের জেলা প্রশাসক জনাব ড. গাজী সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সম্পাদক জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ এলটি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্কাউট, স্কাউট লিডার, বিভিন্ন এনজিও সংগঠনের প্রতিনিধি, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনী কুমার টাউন হলে এসে শেষ হয়। অতপর সকাল ১০টায় ২দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান অশ্বিনী কুমার টাউন হলে বরিশাল জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ড. গাজী সাইফুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ জনাব মোঃ গাউস, বিশেষ অতিথি বি.এম কলে বরিশাল অধ্যক্ষ জনাব ইমামুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান অতিথি কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং প্রধান অতিথি মহোদয় তার উদ্বোধনী পর্বশেষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত পরিবেশ মেলার স্টল পরিদর্শন করেন।

পাবনা জেলায় ৪৪৬তম কাব স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চল এর পরিচালনায় ও পাবনা জেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় গত ১৫ থেকে ১৯ এপ্রিল, ২০১৬ শহীদ আহমেদ রফিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৪৬তম কাব স্কাউট লিডার বসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে ৩২ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন মোঃ নওশাদ আলী এলটি। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রাসেল আহমেদ (সহঃ পরিচালক পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জোন); আলহাজ মোঃ মহসিন আলি এএলটি; মোঃ আজিজুল হক এএলটি; মোঃ আশরাফুল ইসলাম সিএলটি; মোঃ সাজেদুল উডব্যজার; মোঃ এনামুল হক উডব্যজার; মোছাঃ কামরুর নাহার উডব্যাজার;। কোর্সটি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শন করেন মোঃ আব্দুস সালাম (জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার পাবনা); মোঃ শফিকুল ইসলাম স্বপন (কমিশনার, পাবনা জেলা স্কাউটস); মোঃ মির্জা আলী নাসির (সম্পাদক, পাবনা জেলা স্কাউটস)। ১৯ এপ্রিল দীক্ষা পাঠ ও মহা তাঁবু জলসার মাধ্যমে কোর্সের সমাপ্তি ঘটে। ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রেখা রানি বালো (জেলা প্রশাসক পাবনা)। তিনি স্কাউটিং কার্যক্রমের ওপর সকলকে গুরত্ব দেওয়ার এবং স্কাউটিং কর্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে পাবনা জেলাকে এক মডেল হিসাবে পরিনত করার আহবান জানান। প্রশিক্ষনার্থীরা কোর্স শেষে নিজ নিজ ইউনিটকে সচল করার উদ্দেশ্যে কোর্স এলাকা ত্যাগ করেন ।

সিরাজগঞ্জ জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ ও রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার এর ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের পরিচালনায়, শহীদ শামসুদ্দিন সম্মেলন কক্ষে ৭ মে, ২০১৬ সকাল ৯টায় দিন ব্যাপি জেলা রোভার মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ এবং রোভার লিডার ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন মাল্টিপারপাস ওয়াকশপ ওরিয়েন্টশন কোর্সের প্রধান অতিথি। শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন। মুহাম্মাদ কামরুল হাসান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং সহ-সভাপতি সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত কোর্সে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার, কমিশনার মোঃ আমিনুল ইসলাম এলটি, সম্পাদক জেলা রোভার মোঃ সামছুল হক। উক্ত ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি জনাব সন্তোষ চন্দ্র এলটি প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে স্কাউটিং আন্দোলনের উন্নয়ন এবং সিরাজগঞ্জ জেলা রোভার এর কার্যক্রম আরও বেগমান করার পরামর্শ দেন। যে সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় রোভার দল আছে তাদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দিয়ে রোভার আন্দোলনকে চাঙ্গা করা এবং যে সকল রোভার নিষ্ক্রিয় রয়েছে তাদের সক্রিয় করার আহ্বান জানান।

আঞ্চলিক পর্যায়ে শাপলা কাব ও পি.এস অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় রাজশাহী বিভাগের শুধুমাত্র ৭টি জেলায় শাপলা কাব ও পি.এস প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড লিখিত ও মৌখিক মূল্যায়ন পরীক্ষা ১৩ মে শুক্রবার ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় ৬০০ জন কাব স্কাউট অংশগ্রহণ করে এবং পি.এস অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় ১৫০ জন স্কাউট অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় রাজশাহী অঞ্চলের সম্পাদক রাজশাহী অঞ্চল ও পরিচালক স্থানীয় সরকার রাজশাহী বিভাগ ও নবাগত সরকারের অতিরিক্ত সচিব সম্পাদক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ও আঞ্চলিক পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল আহমেদ কাজী আসিফুল হক এর একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিবছর রাজশাহী অঞ্চল হতে শাপলা কাব প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। রাজশাহী অঞ্চলের শাপলা কাব পি.এস পরীক্ষায় অঞ্চল হতে পরিদর্শক ও পরীক্ষক হিসাবে ৭টি জেলা হতে ৬৩ জনকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক পর্যায়ে এএলটি, এলটি ও উডব্যাজধারীদের শাপলা ও পি.এস পরীক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। যে সকল শাপলা কাব এবং পি.এস অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষার্থী যারা, অঞ্চল পর্যায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে শুধু সে সকল পরীক্ষার্থীগণ জাতীয় পর্যায়ে স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র মৌচাক গাজীপুর, ঢাকায় ক্যাম্পিং এবং পরীক্ষা-এর মাধ্যমে তারা সফলতা অর্জন করে কৃতকার্য হবে তারা প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পাবে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা

রোভার লিডার কামাল উদ্দিনের কৃতিত্ব

চট্টগ্রাম কলেজ রোভার গ্রুপের সম্পাদক মোঃ কামাল উদ্দীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬-এ থানা, জেলা, বিভাগ অতিক্রম করে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলা রোভারের কমিশনার ও ২০১৩ সালে রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড সিলভার ইলিশ অর্জন করেছিলেন। ২৮ মে, ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এ সময়ে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব জনাব সোহরাব হোসেন, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। উল্লেখ্য যে, এবারের শিক্ষা সপ্তাহে তাঁর গ্রুপের রোভার ছাত্র প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট তনয় রুদ্র শ্রেষ্ঠ রোভার হিসেবে এবং চট্টগ্রাম কলেজ রোভার গ্রুপ শ্রেষ্ঠ রোভার গ্রুপ হিসেবে অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। তাদের এ সাফল্যে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জেসমিন আকতার, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর প্রদীপ চক্রবর্তী, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক, শিক্ষক ক্লাবের সম্পাদক সহ সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারীবৃন্দ, চট্টগ্রাম কলেজ রোভার গ্রুপের সকল আরএসএল ও রোভার এবং গার্ল ইন রোভার বৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সম্পাদক এ.কে. এম সেলিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ ফজলুল কাদের চৌধুরী, সহ-সভাপতি মুঃ রুহুল আমিন খান সহ জেলা রোভারের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রফেসর এম.এ বারী, শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্কাউটার সাধন চন্দ্র দে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ স্কাউটার ড. মনিরুজ্জামান খন্দকার অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মোঃ কামাল উদ্দীন দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বোয়ালখালী উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সহ চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক নির্বাহী সদস্য, বর্তমানে কাউন্সিলর, এ্যাথলেটিক্স কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষকের অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দীন, চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন, সিজেকেএস এর সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক, যুগ্ম-সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীন মোঃ জাহাঙ্গীর সহ সিজেকেএস নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিলরবৃন্দ ও সায়রা জহির ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ কামাল উদ্দীন
জাতীয় শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষক

সৃজনী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন

অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে সৃজনী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের স্কাউট লিডার, রোভার স্কাউট লিডার, স্কাউট, রোভার স্কাউট সদস্যগণ গত ২৭ মে, ২০১৬ রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী অপু
সিনিয়র রোভারমেট
সৃজনী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ

পরিভ্রমণ

রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট"- অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে পায়ে হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার পরিভ্রমণ শুরু করেছে চার জন রোভার স্কাউট।

১৭ মে পরিভ্রমণের শুরু হয়ে ২১ মে কক্সবাজারে পৌঁছে তাদের পরিভ্রমণ শেষ হয়। এই পাঁচদিনে তারা পটিয়া, চন্দনাইশ, দোহাজারী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, চুনতী অভয়ারণ্য, বান্দরবানের কিছু অংশ আজিজনগর, হারবাং, চকরিয়া, ডলহাজারা সাফারী পার্ক, মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান, খুটাখালী, ইদগাঁহ, রামু হয়ে কক্সবাজার পৌঁছে।

পরিভ্রমণের সময় তারা সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও লিফলেট বিতরণ করেন, তারা নিরাপদ সড়ক চাই, বাল্যবিয়ে রোধ করা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ চাই, এসো রোভারিং করি, সুন্দর সমাজ গড়ি, মাদকমুক্ত বাংলাদেশ চাই ইত্যাদি স্লোগান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা বলেন এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

একই সঙ্গে উক্ত রোভার স্কাউটরা সরকারি, বেসরকারি, দর্শনীয় স্থান, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া স্থানীয় সামাজিক বিষয়সমূহ নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং আর্থসামাজিক জরীপ করেন।

পরিভ্রমনে অংশগ্রহণকারী ৪ জন রোভার স্কাউট হলেন- রোভার মোঃ সাজ্জাদ জহীর; কবি নজরুল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, রোভার মোঃ সাগর হোসেন; কবি নজরুল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, রোভার মোঃ আলমগীর কবির (আবীর); আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, রোভার এস.এম নাজমুল করিম নাহিদ; সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ।

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

প্রতীক দত্ত
নাসিরনগর আশুতোষ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

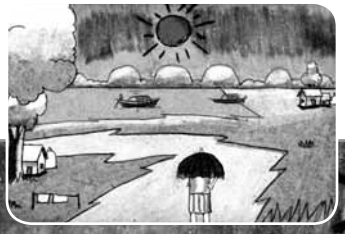

আবদুল্লাহ-আল-বারী
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট
ঢাকা

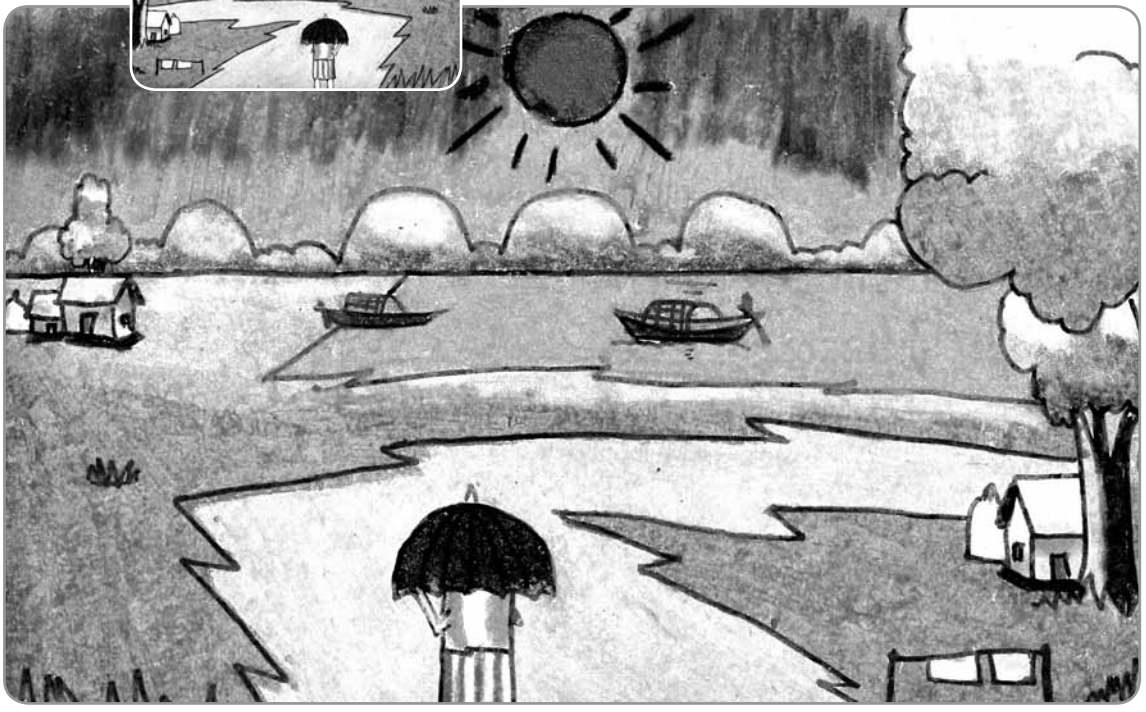

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।
- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।
- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।
- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।
- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, 60th Year, 6th Issue, June-2016

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Md. Majibar Rahman Mannan, Executive Directory in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578